জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অনিশ্চিত টুর্নামেন্ট

ভারত-পাক উত্তেজনার মাঝে এশিয়া কাপ নিয়ে তৈরি হল অনিশ্চয়তা। পাকিস্তানের মন্ত্রী এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হওয়ায় ভারত নাম তুলে নিতে পারে। যে কোনও সময় সরকারি ভাবে জানানো হবে

লাল সতর্কতা

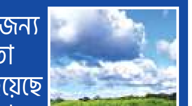

প্রবল বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরের জেলায়। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা এখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকছে। এখনই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হচ্ছে না

ভারত কোনও ধর্মশালা নয় : সুপ্রিম বিচারপতি

দিঘার জগন্নাথধাম দেখতে আগ্রহী ফোর্ডের উত্তরাধিকারী

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ৩৬১ ● ২০ মে, ২০২৫ ● ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 361 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 20 MAY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

শিল্পের নয়া দিগন্ত উত্তরে

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং মস্তিষ্কপ্রসূত যুগান্তকারী বিভিন্ন উদ্যোগে বাংলা আজ হয়ে উঠেছে শিল্পবান্ধব। এসেছে বিনিয়োগের জোয়ার। সোমবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরের শিল্পে নয়া দিগন্তের সূচনা করলেন। বিভিন্ন মানোন্নয়নকারী উদ্যোগকে সামনে এনে তিনি পুনরায় প্রমাণ করলেন বাংলার অগ্রগতি ধ্বজাধারী একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ। নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট। শিল্প প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

কেন্দ্র টাকা দেয় না শুধু আটকে রাখে

সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পের জন্য সরকারের নিজস্ব জমি ব্যাঙ্ক রয়েছে। প্রচুর দক্ষ শ্রমিকও রয়েছে। ছোট ছোট শিল্পেও অনেক কর্মসংস্থান হয়। তাই ভারী এবং ক্ষুদ্র দু'ধরনের শিল্পেই আমরা সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গে অনেকে ঘুরতে আসেন, তাঁদের থাকার জন্য একটি কনভেনশন সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেজন্য ১০ একর জমি দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়িক আদানপ্রদান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির জন্য ব্যবহৃত হবে এই কনভেনশন সেন্টার। একই সঙ্গে উত্তরে একাধিক লজিস্টিক হাব গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি। সেজন্যও ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরায়ণে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার তৈরির পাশাপাশি (এরপর ৬ পাতায়)

- ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জল্পেশ মন্দিরে স্কাইওয়াক নির্মাণ
- শিলিগুড়িতে মেয়েদের জন্য গ্লোবাল স্কুল
- জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ৪টি নতুন শিল্পপার্ক
- শিলিগুড়িতে রাজ্যের প্রথম সরকারি ডেটা সেন্টার
- উত্তরায়ণের কাছে ১০ একর জমিতে কনভেনশন সেন্টার
- উত্তরের ৬টি শহর থেকে দিঘায় যাতায়াতের জন্য চালু হচ্ছে ৬টি ভলভো বাস
- বাগডোগরার পাশে ৪ একর জমিতে হোটেল
- শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা শিল্পে আরও লগ্নি হবে

নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বাঁচো

বাঁচো ও বাঁচতে দাও।
মহৎ চিন্তাধারার সঞ্চার হোক।
আমাদের বুদ্ধি ও মেধার সাথে
মুক্ত হোক সব শুভ।
চৈতালি ঝড়কে বৈশাখি তুফান
তুলতে দাও
চন্দন কাঠের সুশোভিত চন্দনা
তোমার আমার মাতৃবন্দনা।
জীবন জীবনকে শুদ্ধ করো
খুলে দাও বন্ধ দরজা
অভিষিক্ত হোক হৃদয় অভিষেক
সার্থক হোক শুভ ঝড়
তৃষিত হোক সঞ্চিত বারি
ঢেউগুলো হোক রাস্তা
বিচিত্র বৈচিত্র্যে চৈত্র পাবন
তৃষ্ণা ঘোচক সাধের তিস্তা
বাঁচো-বাঁচো-বাঁচো
প্রাণ খুলে বাঁচো
বাঁচতে দাও এ ধরণী
মাঝি ধরো হাল
ডুবতে দিও না
কখনও বাঁচার তরণী।

আন্দোলন হোক লক্ষ্মণরেখা মেনে, পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আন্দোলন হোক, কিন্তু তার একটা লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত। এসএসসি-র চাকরিহারাদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি আন্দোলনের বিপক্ষে নয়, কিন্তু একটা লক্ষ্মণরেখা আছে। আমার যেমন অধিকার নেই কাউকে বাধা দেওয়ার, অন্যেরও অধিকার নেই আমাকে বাধা দেওয়ার। আমি বলব আপনারা আইনি লড়াই করুন। আমরা সম্পূর্ণ সাহায্য করব। এদিন দিল্লি রওনার পথে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ-প্রসঙ্গে একই সুরে প্রশ্ন তোলেন, আন্দোলনের অধিকার সবার রয়েছে, কিন্তু কেন সেই আন্দোলন হিংস্র হবে? আর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর আহ্বান, রাজ্য আইনি লড়াই লড়ছে। একটু ধৈর্য ধরুন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রত্যেককে দায়িত্ববান হতে হবে।

প্রতিবাদ করার অধিকার থাকুক, কিন্তু এত হিংসা কেন : অভিষেক

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সোজাসাপটা জানান, আমরাও তো নিজেদের সাধ্যমতো লড়ছি। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল যদি মনে করে জলঘোলা করবে, তাহলে তাদের কাছে আমার (এরপর ৬ পাতায়)

কাজ করতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে, বললেন অভিষেক

প্রতিবেদন : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে একজোট হয়েই কাজের বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, যাঁরা যোগ্য, যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, দল তাঁদের পুরস্কৃত করেছে। তবে সবাই মিলেই দলের কাজ করতে হবে। এখন ভাবলে হবে না, কে বাদ পড়ল আর কার গুরুত্ব বাড়ল। একজোট হয়েই জয় হাসিল করতে হবে। তাঁর সাফ কথা, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের পুরস্কৃত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে দল। কাউকে জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তরে আনা হয়েছে। কাউকে নতুন পদে আনা হয়েছে। দলনেত্রীর নির্দেশ মেনে আলোচনার ভিত্তিতে দলে রদবদল করা হয়েছে। নেতাজি ইনডোরে দলের মহাসমাবেশের আলোচনা মোতাবেক দলে পরিবর্তন করা হয়েছে। কেউ কেউ পদ যাওয়ায় ক্ষুব্ধ, দলে গুরুত্ব কমল বলে তাঁরা মনে করছেন। এ বিষয়ে অভিষেক বলেন, গুরুত্ব কমল কি বাড়ল, বিষয় নয়, একজোট হয়েই কাজ করতে হবে।

বয়কট কোথায় কেন্দ্র চাইলেই নাম পাঠাতাম, স্পষ্ট কথা নেত্রীর

প্রতিবেদন : দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে তৃণমূল সর্বদা কেন্দ্রের পাশে থেকেছে। কিন্তু প্রতিনিধি দলে রাজনৈতিক দলের কে থাকবেন, তা নিয়ে কেন্দ্র এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলই। সোজাসাপটা জানিয়ে দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তরবঙ্গে রওনার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়ে দেন, নাম পাঠানোর জন্য কেন্দ্রের তরফে তাঁদের কাছে কোনও অনুরোধ আসেনি। ওরা আমাদের বললে আমরা অবশ্যই নাম পাঠাতাম। একইভাবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট (এরপর ৬ পাতায়)

প্রতিনিধি দলে থাকুন জওয়ানরা পহেলগাঁওয়ে মৃতদের পরিবারও

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৯৮৬
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

এদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও ঐতিহ্যরক্ষার লক্ষ্যে ফ্রান্সের আকাদেমি ফ্রঁসেজ-এর আদলে এটি গঠিত হয়। এই সংস্থার প্রথম সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়।

১৮৫৪
মতিলাল শীল

(১৭৯২-১৮৫৪) এদিন প্রয়াত হন। কলকাতার কলুটোলার বাসিন্দা। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, সমাজসেবী এবং দানবীর। শীলস্ ফ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহুদি শিক্ষকদের দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে সহযোগিতা এবং অর্থসাহায্য করেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরিয়া অতিথিশালা এবং স্নানার্থীদের জন্য গঙ্গাতীরে মতিলাল ঘাট স্থাপন করেন। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জন্য অনেক জমি দান করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

২০১৯
অদ্রীশ বর্ধন

(১৯৩২-২০১৯) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ছোট থেকেই অজানার দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ। অ্যাডভেঞ্চারের টান জীবনে, চাকরিতে, ব্যবসায়, সাহিত্যে। নামী একটি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ ম্যানেজার পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। গোয়েন্দা সাহিত্যে একনিষ্ঠ থেকে বাংলায় সায়েন্স ফিকশনকে ত্রিমুখী পন্থায় জনপ্রিয় করতে শুরু করেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'আশ্চর্য!'র ছদ্মনামী সম্পাদক। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন 'ফ্যানট্যাসটিক'। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রোফেসর নাটবল্টু চক্র প্রমুখ চরিত্রের স্রষ্টা। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, মৌমাছি স্মৃতি, রণজিৎ স্মৃতি ও পরপর দু'বছর দক্ষিণীবার্তার শ্রেষ্ঠ গল্প পুরস্কার। অনুবাদের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ রাহা পুরস্কার।

১৫০৬
ক্রিস্টোফার কলম্বাস

(১৪৫১-১৫০৬) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতালীয় নাবিক। তাঁর আমেরিকা অভিযাত্রা ওই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা করেছিল। আমেরিকায় নামার পর কলম্বাস ভেবেছিলেন তিনি ভারতে পৌঁছেছেন।

১৯৪৭
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

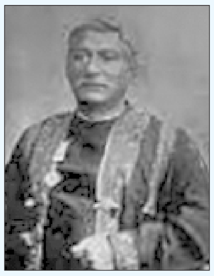

(১৮৯৩-১৯৪৭) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবি, প্রবন্ধকার ও শিশুসাহিত্যিক। প্যারীমোহনের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : অরুণিমা, কোজাগরী, জয় সুভাষ, বেদবাণী, মেঘদূত, পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত, হালুম বুড়ো, ভূতের লড়াই, মজার পদ্য, বেড়ালের ছড়া, বাংলাদেশের কবি, অদ্ভুত জীবজন্তু, ভূতের রাক্ষসে, শালিকের গঙ্গাযাত্রা, শেয়াল কবিরাজ ইত্যাদি।

১৯৩২
বিপিনচন্দ্র পাল

(১৮৫৮-১৯৩২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাগ্মী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও লেখক। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতেন, তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে লালা লাজপত রায় ও বাল গঙ্গাধর তিলককে লাল বাল পাল নামে অভিহিত করা হত।

১৪৯৮
ভাস্কো দা গামা

পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা প্রথম ইউরোপীয় হয়ে সমুদ্রপথে ভারতে পৌঁছান। ভারতে তিনি একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। পশ্চিমি বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব বিশ্বের মেলবন্ধন হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই।

পার্টির কর্মসূচি

বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে শেওড়াফুলি নোনাডাঙা থেকে নওগাঁ মোড় পর্যন্ত মিছিল। ছিলেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুইন, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, পুর পারিষদ তথা জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, জেলা তৃণমূল যুব সাধারণ সম্পাদক অপরূপ মাজি প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

....

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৩৮৮

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. ঝগড়ুটে ৫. জীবিত সাধুপুরুষ ৬. পাল্লা, প্রতিযোগিতা ৭. পৃথিবী, মরজগৎ ৯. আছাড় ১২. শ্রীহীন, কুৎসিত ১৩. কানের গয়নাবিশেষ ১৪. নগরপ্রধান।

উপর-নিচ : ১. রাজীব গান্ধীর বন্ধু বান্টির ভালো নাম ২. কাক ৩. হরি সংকীর্তনের পর প্রসাদি বাতাসা ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ৪. মজা, ঠাট্টাতামাশা ৮. রোমকূপ ৯. আক্ষেপ, অনুশোচনা ১০. উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট ১১. এ-নেত্রী হাসেন না।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৩৮৭ : পাশাপাশি : ১. আপদবিপদ ৬. ক্ষমা ৮. লকার ৯. জনরব ১০. রাজরানি ১২. মরমি ১৩. তক ১৫. চরণকমল। **উপর-নিচ :** ২. পসার ৩. বিখাউজ ৪. দক্ষ ৫. জলপারাবত ৭. মানবজমিন ১১. নিবারণ ১২. মলম ১৪. কট।

১৯ মে কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৯৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৬৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৪৩	৮৫.০৮
ইউরো	৯৭.৩৭	৯৫.৭৩
পাউন্ড	১১৫.৬৭	১১৩.৬২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রীর পুত্র-কন্যা।

■ ঋতাভরী।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর
20 May, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট ২০২৫-এ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবাদ করুন মিথ্যাচার নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিল্প সম্মেলনে সকল শিল্পপতিদের কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে বিরোধীদের এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম না করেই বিজেপিকে নিশানা করলেন তিনি। বিজেপি বাংলাকে পুরোপুরি চিনে ওঠার আগেই তার বদনাম করছে। ভিন রাজ্যে গিয়ে বাংলার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। এই সব কিছুর প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, বাংলাকে চেনেই না এদিকে বাংলার নামে বদনাম করে বেড়াচ্ছে। যাঁরা বাংলায় থাকেন, দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করুন। সবাইকে বলুন, এ কথা মিথ্যে, বিশ্বাস করবেন না। কার কী ধর্ম, কে কী খাবে, কে কী পরবে, তা কেউ ঠিক করে দেবে না। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় সিপিএম। তার কটাক্ষ, কিছু হলেই এরা রাস্তায় বসে যাবে। বলবে, কী করেছ? এই কথার পাল্টা প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তোমরা এতদিন কী করেছ? তারপরেই তাঁর পরামর্শ, কাজ চালু রাখতে হবে। কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। আমার কিছু মাথায় এলে সেটা আমি চিরকুটে লিখে রাখি, সেই কাজ না হওয়া পর্যন্ত থামি না।

লেমন হানি টি-র রেসিপি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি শিল্প সম্মেলনে শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উঠে এল চায়ের প্রসঙ্গ। এরপরেই লেমন হানি টি তৈরির রেসিপি বাতলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন স্বাদের হার্বাল টি তৈরির পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, দার্জিলিং চায়ের আলাদা এক ধরনের গন্ধ আছে। আজকাল অনেক ধরনের চা হয়— জিঞ্জার টি, লেমন টি, টারমারিক টি। তাই ওটারও একটা ব্র্যান্ডিং হোক। যাঁরা স্বাস্থ্য সচেতন তাঁরা এই ধরনের চা বেশি খাবেন। দার্জিলিং চায়ের নামেই ব্র্যান্ডিং করুন। এখন অরগ্যানিকের যুগ। অনেকেই সকালে গরম জল আর মধু খান। ওতে চা মিশিয়ে দিন, লেবু দিন। হয়ে গেল লেমন হানি টি। দার্জিলিং চায়ের সাথে মধু ও লেবু দিয়ে হতে পারে নতুন ধরনের চা।

কেন্দ্রের টোল ট্যাক্স নিয়ে তীব্র অসন্তোষ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : প্রিয় নেত্রীকে সামনে পেয়ে যা অভাব অভিযোগ ছিল সব কিছু তাঁকে জানিয়েছেন শিল্পপতিরা। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলে টোল ট্যাক্স নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ শুনে স্থানীয় নেতৃত্বকে সতর্ক করে কড়া বার্তাও দিয়েছেন তিনি। এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করে টোল ট্যাক্সের বিষয়টি তুলে ধরেন। এর ফলে তাঁদের কস্টিং বেড়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি। এই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, টোল ট্যাক্স, জিএসটি, পুরোটাই কেন্দ্রের বিষয়। এখন তো একটাই ট্যাক্স। আগে রাজ্য নিত। রাজ্যের হলে আমি এখনই বলে দিতাম, আমি নেব না। তবে আমরা একটা অনুরোধ করে দেখতে পারি। পুলিশ যাতে কোনও ট্যাক্স না নেয়, সেটা দেখার দায়িত্ব পুলিশের। এছাড়াও অভিযোগ ওঠে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের পরও পুরসভার তরফে ডেভেলপমেন্ট ফি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব জায়গায় লোকালরা একটু বেশি পাওয়ারফুল হয়। ওরা সব বড় বড়। একটা কথা আছে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। আর বললাম না। ওরা ইনকামের জন্য এসব করে। কিন্তু আমরা এটা সাপোর্ট করি না। মুখ্যসচিবকে বলে দেব গাইডলাইন দিয়ে দিতে। মিউটেশন ফি এবং কনজারভেশন ফি বৃদ্ধি নিয়েও অভিযোগ করেন অনেক ব্যবসায়ী। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, কেন এটা হচ্ছে? আমি তো ফি বাড়াই-ই না। আমাদের ওখানে জলের উপরও ট্যাক্স বাড়াতে দিই না। এটা তো হওয়া উচিত না। এরপরেই মুখ্যসচিবকে বিষয়টা দেখতে বলে ফাইল চেয়ে পাঠাতে নির্দেশ দেন।

কেন্দ্র টাকা দেয় না শুধু আটকে রাখে

প্রতিবেদন : কেন্দ্র টাকা দেয় না। সব টাকাই আটকে রাখে। তারপরও বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে। সোমবার শিলিগুড়ির শিল্প সম্মেলন থেকে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারের টাকা কোথা থেকে আসবে? কেন্দ্র তো কিছু দেয় না। সব টাকা আটকে রেখেছে। এর মধ্যে থেকেই আমাদেরও কাজ করতে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। তাই এত কিছু চাইবেন না। ধৈর্য ধরুন, সব হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এখন দেশ জুড়ে একটাই ট্যাক্স, জিএসটি। টোল ট্যাক্স, জিএসটি— পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকারের। আগে রাজ্য নিত। এখন রাজ্য থেকে তুলে নিয়ে যায় কেন্দ্র। রাজ্যের ভাগ দেয় না। সেক্ষেত্রেও বঞ্চনা। তিনি আরও বলেন, ওরা বাংলাকে চেনেই না, শুধু বদনাম করে। তাই যাঁরা বাংলায় থাকেন, দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করুন। সবাইকে বলুন, এ কথা মিথ্যা, বিশ্বাস করবেন না। এদিন বিজেপির পাশাপাশি সিপিএমকেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, একটা দল কিছু হলেই রাস্তায় বসে যায়। কেউ কি বলবে, ওরা কী করেছে? এতদিন ওরা কিছু করেনি। আমাদের কাজ চালু রাখতে হবে।

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সদিচ্ছা

আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রতিনিধি পাঠানো নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর্কের মধ্যে পা দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং দলগুলিকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিনিধি দলে নেওয়ার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি বিরোধী দল এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, রাজনীতি করার জন্যই কেন্দ্র সুকৌশলে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি-অরাজনীতির মধ্যে না গিয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আপত্তি ঠিক কোন জায়গায়। দলের সাংসদকে প্রতিনিধি দলে নিতে গেলে দলকে জানাতে হবে, এটাই রীতি-নীতি। তৃণমূলনেত্রী বলেছেন, মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। কেন্দ্র দলকে বলেনি, তাহলে দল কাকে পাঠাবে, কেন পাঠাবে? সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, একজন কেন, চাইলে পাঁচজনকে পাঠাত দল। কিন্তু বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। যে বিষয়টি এখনও বিজেপি ভাবতেই পারেনি, সেই প্রসঙ্গটি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্থাপন করে বলা হয়েছে, প্রতিনিধি দলে থাকা উচিত সেই সব বীর সেনানীদের, যাঁরা পাকিস্তানের নানা প্ররোচনা, আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই চালিয়েছেন। থাকা উচিত সেই সব শহিদ সেনানীদের পরিবারের, যাঁরা সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। থাকা উচিত যাঁরা পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতিনিধিদেরও। বিজেপির যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে তৃণমূলের দেখানো পথেই চলবে।

e-mail থেকে চিঠি

এত দিনে ভারতের কথা কানে ঢুকেছে ওঁদের

সতর্ক করেছে ভারত। ভোটদানে বিরত থেকেছে। এই টাকায় স্রেফ জঙ্গি ফান্ডিং হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। তারপরও আর্থিক সঙ্কটের জন্য পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলারের ঋণ মঞ্জুর করেছে আইএমএফ বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার। ভারত কিন্তু থেমে থাকেনি। সুর চড়িয়েছে লাগাতার। দাবি জানিয়েছে, বিদেশি ঋণের টাকা কোথায় যাচ্ছে, তার নজরদারি চাই। সেই চাপেই এক সুরে গলা মেলাল আইএমএফ। এবং সন্ত্রাস ইস্যুতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানের পায়ে কার্যত শর্তের শিকল পরিয়ে দিল তারা। নির্দেশ দিল, ‘বেল আউট’ ঋণের অর্থ কীভাবে খরচ হচ্ছে, তার খুঁটিনাটির হিসেব প্রকাশ করতে হবে ইসলামাবাদকে। সঙ্গে আরও ১০ দফা শর্ত চাপানো হয়েছে। পহেলগাঁও হামলা এবং তারপর অপারেশন সিন্দুর পরবর্তী আবহে ভারত সরাসরি দাবি করেছিল, বিদেশি ঋণের টাকা ক্ষতিপূরণের নামে পাকিস্তান পৌঁছে দেবে জঙ্গি তহবিলে। জয়েশ সুপ্রিমো মাসুদ আজহারই পাবেন ১৪ কোটি টাকা। এই প্রেক্ষাপটেই ঋণের পরবর্তী কিস্তি ছাড়ার আগে বস্তুত পাকিস্তানের সামগ্রিক অর্থনীতির উপরই নজরদারির শর্ত দেওয়া হয়েছে। ১৭.৬ লক্ষ কোটির নতুন বাজেটকে পার্লামেন্টে অনুমোদন করানো, বিদ্যুৎ বিল ও ঋণ পরিষেবার ক্ষেত্রে সারচার্জ বৃদ্ধি এবং তিন বছরের বেশি পুরনো গাড়ি আমদানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার— এমনই কড়া শর্ত পাকিস্তানের উপর চাপিয়েছে আইএমএফ। এছাড়াও অর্থ ভাণ্ডার সতর্ক করে দিয়েছে, ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়লে তার প্রভাব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সেক্ষেত্রে ঘোষিত কর্মসূচির আর্থিক ও অন্যান্য লক্ষ্যপূরণ নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। এ পর্যন্ত ইসলামাবাদের উপর চাপানো শর্তের সংখ্যা হাফ সেঞ্চুরি ছুঁয়েছে। নতুন শর্তে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেটের ১.০৭ লক্ষ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে হবে। এর জন্য আগামী জুন পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণ হলে তবেই ঋণের কিস্তি ছাড়া হবে। পরবর্তী অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ২.৪২৪ লক্ষ কোটি পাকিস্তানি টাকা দেখানো হয়েছে। যা আগের বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বা ২৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা বেশি। শাহবাজ শরিফ সরকার এই অঙ্কটাই আড়াই লক্ষ কোটিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আইএমএফ কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছে, মর্জিমাফিক কিছুই করতে পারবে না পাকিস্তান।

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এবার তবে কাকে দায়ী করা হবে?

সেদিন আপামর ভারতীয় মুসলমানদের দায়ী করা হয়েছিল পহেলগাঁওতে হামলার পর। এবার কি তবে টার্গেট হবে হরিয়ানা আর ওড়িশার হিন্দুরা? জিজ্ঞেস করছেন **আকসা আসিফ**

পহেলগাঁওতে হামলা। তারপরই মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য আক্রমণ। ট্রেনে, বাসে, আলাপ আলোচনায়, সমাজমাধ্যমে, এমনকী মিডিয়ার একাংশেও।

ভাষ্যটা হওয়া উচিত ছিল, পাক হামলায় ভারতীয়রা নিহত।

প্রচারিত ভাষ্য হয়েছিল, মুসলমানদের হামলায় হিন্দুরা নিহত।

বাঙালি মাত্রই বাংলাদেশি, এবং শত্রু রাষ্ট্রের ব্যক্তি বলে ঘৃণ্য, এই পরম বিশ্বাসে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নানা জায়গায় বাঙালিরা আক্রান্ত হলেন।

দেশপ্রেম আর সংখ্যালঘু বিদ্বেষ কে একই পংক্তিতে ফেলে সেদিন নোংরা খেলায় অক্সিজেন জুগিয়েছিল গেরুয়া শিবির। বাংলার গদ্দার কুলের পোদ্দার তাতে প্রকাশ্যে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

আর আজ?

পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে লাস্যময়ী ট্রাভেল ভ্লগার জ্যোতিরানি মালহোত্রা গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে দেশজুড়ে শোরগোল পড়েছে। সামনে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। পহেলগাঁও হামলার পর যে ব্যক্তি দিল্লিতে পাকিস্তানি দূতাবাসে কেক নিয়ে গিয়েছিল, সেই ব্যক্তির সঙ্গেও একই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে জ্যোতিরানিকে! দাবি করা হচ্ছে, জ্যোতিরানি মালহোত্রা যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, তখন একটি পার্টিতে ‘দিল্লির কেক বহনকারী’ ব্যক্তিকে জ্যোতির পাশে দেখা যায়। এরপরেই জ্যোতির সঙ্গে পাকযোগ আরও নিবিড় ভাবে ফুটে উঠছে।

আসলে, পহেলগাঁও হামলার পরের দিন দিল্লিতে পাক দূতাবাসে একটি কেক নিয়ে হাজির হন এক ব্যক্তি। অভিযোগ ওঠে, পহেলগাঁও হামলার উদযাপনেই এই কাণ্ড করা হয়েছিল। সরাসরি সাংবাদিকদের সামনে ওই ব্যক্তি পড়ে যাওয়ায়, কেক আনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। আবার পাকিস্তানের মাটিতে একই পার্টিতে সেই ব্যক্তি ও জ্যোতিরানির উপস্থিতি তথ্যপাচারের অভিযোগকেই আরও জোরালো করছে।

কুভেন্ডু গদাইলস্করিকে প্রশ্ন, এবার তাহলে হরিয়ানাবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ শুরু হোক। বিজেপি শাসিত রাজ্যে হিন্দু নারীর পাক চরবৃত্তির কাজেও ধর্মীয় পরিচয় প্রাধান্য পাক। বলা হোক, হিন্দুর চক্রান্তে হিন্দু মরেছে।

লজ্জা করে না এসব কুলাঙ্গারদের!

এবার কি পাক জঙ্গিদের লক্ষ্য পুরীর জগন্নাথ মন্দির? নিশানায় কলকাতাও রয়েছে? পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে লাস্যময়ী ট্রাভেল ভ্লগার জ্যোতিরানি মালহোত্রা গ্রেফতার হওয়ার পর এই প্রশ্ন হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কারণ, গত সেপ্টেম্বরেই পুরী জগন্নাথধামে গিয়েছিল জ্যোতি। আর গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় এসেছিল সে। পুরীর মন্দির এবং গোটা চত্বরের ভিডিও করার পাশাপাশি এক ‘কনটেন্ট ক্রিয়েটারে’র সঙ্গেও সে যোগাযোগ করে। কে সেই সন্দেহভাজন? ওড়িশারই আর এক মহিলা ইউটিউবার। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, এই মহিলা ইউটিউবারও সম্প্রতি পাকিস্তানের কর্তারপুর সাহিবে গিয়েছিল।

প্রশ্ন একটাই— কানেকশনটা কী? শুধুই কি পুরী? নাকি অন্য তীর্থক্ষেত্রগুলিকেও টার্গেট করছে পাকিস্তান? কারণ, ধৃত জ্যোতি কিন্তু ভারতের বেশ কয়েকটি এমন তীর্থস্থানে সম্প্রতি গিয়েছে। ভিডিও করেছে। সেই সব জায়গাতেও স্থানীয় কোনও যোগাযোগ তার নেই তো? যাদের সঙ্গেও পাকিস্তানের যোগাযোগ রয়েছে? সেই প্রসঙ্গেই আতসকাচের নীচে তার বঙ্গ সফরও। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ইউটিউবে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে জ্যোতি। এক ইউটিউবারের বিয়ে উপলক্ষ্যে তার এই সফর। স্থানীয় অপর এক ভ্লগারের সঙ্গে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে প্রথমে বারাকপুর ও পরে গঙ্গা পেরিয়ে শেওড়াফুলি যায় তারা। কিন্তু যেভাবে ওই ভিডিওতে শিয়ালদহ স্টেশনের খুঁটিনাটি তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা চিন্তা বাড়িয়েছে তদন্তকারীদের। এই পর্বে সে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বা জেটিঘাট সংক্রান্ত কোনও তথ্য সংগ্রহ করছিল কি না, তাও ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

প্রশ্ন একটাই—কানেকশনটা কী? শুধুই কি পুরী? নাকি অন্য তীর্থক্ষেত্রগুলিকেও টার্গেট করছে পাকিস্তান? কারণ, ধৃত জ্যোতি কিন্তু ভারতের বেশ কয়েকটি এমন তীর্থস্থানে সম্প্রতি গিয়েছে। ভিডিও করেছে। সেই সব জায়গাতেও স্থানীয় কোনও যোগাযোগ তার নেই তো? যাদের সঙ্গেও পাকিস্তানের যোগাযোগ রয়েছে? সেই প্রসঙ্গেই আতশকাচের নিচে তার বঙ্গ সফরও। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ইউটিউবে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে জ্যোতি। এক ইউটিউবারের বিয়ে উপলক্ষ্যে তার এই সফর। স্থানীয় অপর এক ভ্লগারের সঙ্গে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে প্রথমে বারাকপুর ও পরে গঙ্গা পেরিয়ে শেওড়াফুলি যায় তারা। কিন্তু যেভাবে ওই ভিডিওতে শিয়ালদহ স্টেশনের খুঁটিনাটি তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা চিন্তা বাড়িয়েছে তদন্তকারীদের। এই পর্বে সে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বা জেটিঘাট সংক্রান্ত কোনও তথ্য সংগ্রহ করছিল কি না, তাও ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

আর আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে, কুভেন্দু গদ্দারির কাছে, এবার কি তবে ওরিশাকেও বিষ নজরে দেখা হবে? সেখানেও তো ডবল ইঞ্জিন সরকার।

ট্রাভেল ভ্লগিংয়ের আড়ালে ভারতের গোপন, সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানে নিয়মিত পাচার করার অভিযোগ রয়েছে জ্যোতির বিরুদ্ধে। আর তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের এক প্রাক্তন কর্মী। গত বছর থেকে গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের যে যে জায়গায় জ্যোতি গিয়েছে, সেই সব জায়গাই এখন তদন্তকারী আধিকারিকদের স্ক্যানারে। আর অনুসন্ধান করতে গিয়েই উঠে এসেছে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নাম। জ্যোতির পুরী ভ্রমণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ওড়িশা পুলিস। পুরীর মন্দিরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত ভিড় করেন। এমন জায়গায় জঙ্গিরা হামলা চালাতে পারলে পহেলগাঁওয়ের থেকে কয়েকগুণ বেশি ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভ্লগিংয়ের নামে জগন্নাথধাম নিয়েও কোনও সংবেদনশীল তথ্য জ্যোতি পাকিস্তানে পাচার করেছে কি না, নিশ্চিত হতে চাইছে তদন্তকারীরা।

আসুন তবে ওড়িয়া নাগরিকদের টার্গেট করা যাক। না কি বলেন কুভেন্দু গদ্দারি !

উত্তর আছে আপনাদের কাছে? নির্লজ্জ বেহায়ার দলের কাছে?

আমরা ভারতবাসী একযোগে পাক সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেছি।

আর দয়া করে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার নোংরামি ছড়াবেন না, প্লিজ।

শ্রীরামপুরে পুলিশের জালে সাতজন সাইবার প্রতারক। রবিবার সন্ধ্যায় কলেজ ঘাট চত্বর থেকে তাদের গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর থানা। একটি গাড়িও আটক করা হয়েছে

প্রথম পর্বের ৫০৬০টি ফ্ল্যাট, হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত

ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রকল্পের পঞ্চাশ শতাংশ নির্মাণকাজ শেষ

প্রতিবেদন : রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে আগুন ও ভূমিধস ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আবাসন দফতরের পুনর্বাসন প্রকল্প জোরকদমে এগোচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষে মোট কাজের প্রায় ৫০ শতাংশ শেষ হয়েছে। ওই প্রকল্পের আওতায় মোট ১০ হাজার ৩০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৫ হাজার ৬০টি ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে ও হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত। বাকি ৫ হাজার ৮৪টি ফ্ল্যাটের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ পুরোদমে চলছে।

প্রকল্পটি তিনটি ব্লকে বাস্তবায়িত হচ্ছে— অন্ডাল, দাসকেয়ারি ও বিজয়নগর-দাসকেয়ারি। গৃহায়ন দফতরের এক কর্তা জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে, যা ওই এলাকার সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের পথে বড় পদক্ষেপ।

অন্ডাল সাইটে ৫,৬০০টি ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪,৩০০টি সম্পূর্ণ হয়েছে, বাকি ১,৩০০টির কাজ চলছে। দফতরের আশা, আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই অন্ডাল সাইটের কাজ শেষ হবে। বারাবনির অন্তর্গত দাসকেয়ারিতে (প্রকল্প নাম জেএল ০৩) মোট ১,৮৭২টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৬০০টি সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং ১,২৭২টির নির্মাণ চলছে। তৃতীয় সাইট বিজয়নগর ও দাসকেয়ারি (জেএল ০২) এলাকায়, যেখানে ২,৬৭২টি ফ্ল্যাটের মধ্যে মাত্র ১৬০টির কাজ শেষ হয়েছে, বাকি ২,৫১২টি নির্মাণাধীন— এই সাইটে কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর।

প্রতিটি ভবন চারতলা, প্রতি তলায় চারটি করে ফ্ল্যাট— অর্থাৎ প্রতি ভবনে মোট ১৬টি ফ্ল্যাট, প্রতিটির আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গফুট। প্রকল্পটি শেষ হলে তা আবাসন দফতর থেকে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের (এডিডিএ) হাতে তুলে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তারাই প্রকৃত উপভোক্তাদের মধ্যে ফ্ল্যাটগুলি হস্তান্তর করবে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। কিন্তু কোভিডের কারণে বেশ কয়েক বছর থমকে ছিল কাজ। ২০২১ সালের শেষ দিক থেকে ফের কাজ শুরু হয় এবং এখন তা জোরকদমে চলছে।

ভাটপাড়া পুনরুদ্ধার করাই লক্ষ্য বৈঠকে জানালেন সভাপতি পার্থ

সংবাদদাতা, বারাকপুর : ১৩টা বিধানসভা ধরে রাখার পাশাপাশি ভাটপাড়া বিধানসভার পুনরুদ্ধার করাই এখন তাদের প্রধান কাজ। দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হয়ে প্রথম বৈঠকের শেষে এমনই মন্তব্য করলেন বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সোমবার টিটাগড়ে দলীয় কার্যালয়ে দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সকল সাংসদ, বিধায়ক পুরপ্রধান-সহ সকল জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক হয়। পার্থ ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বিধায়ক মদন মিত্র, সনৎ দে, দেবরাজ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। পার্থ ভৌমিক বলেন, এই সাংগঠনিক জেলার সকল বিধায়ক ও মন্ত্রীরা অনেক বেশি রাজনৈতিক ব্যক্তি। তাই তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ অনেক বেশি। এই জেলায় আগেও আমি সভাপতি ছিলাম। তাই এখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমাদের ভোটার তালিকার কাজ প্রায় শেষ। আমডাঙ্গা বিধানসভায় কিছুটা বাকি আছে। সেটাও সেরে নেব খুব তাড়াতাড়ি। আগামী ৪ তারিখ থেকে এই সাংগঠনিক জেলার ১৪টি বিধানসভাতেই ধাপে ধাপে কর্মসূচি ও কর্মিসভা করা হবে। কর্মীদের সংগঠিত ভাবে দলের কাজে ব্যবহার করা হবে। এর পাশাপাশি ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

■ টিটাগড়ে দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার বৈঠক। রয়েছেন পার্থ ভৌমিক, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু, নির্মল ঘোষ, মদন মিত্র, সনৎ দে প্রমুখ।

টিটাগড় বিস্ফোরণ নিয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে অপরাধ ও অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সে যে দলেরই হোক, আসল দোষী শাস্তি পাবেই। পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে। তবে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং-এর এনআইএ তদন্তের দাবি নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন পার্থ ভৌমিক বলেন, গরম পড়লে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়, তাই এসব কথা বলেন। তাঁর মানসিক চিকিৎসা দরকার।

■ প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন বা পিএইচএ-র উদ্যোগে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বারাসতের ২৩ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে স্থানীয় সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ অন্যরা।

■ আইএনটিটিইউসি হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সভা শ্রীরামপুরে। ছিলেন সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী, বিধায়ক অসিত মজুমদার, সন্তোষ সিং, রঞ্জন ধাড়া-সহ অন্যরা।

বারাসতে হ্যালো কাউন্সিলর অ্যাপ

সংবাদদাতা, বারাসত : রাত্রে হঠাৎ পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বা যে কোনও জরুরি সমস্যায় পড়লে জানাতে পারবেন কাউন্সিলরকে। সঙ্গে সঙ্গে মিলবে সমাধান। ওয়ার্ডের এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে অ্যাপ চালু করলেন বারাসত পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডাঃ সুমিতকুমার সাহা রবিবারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল 'হ্যালো কাউন্সিলর অ্যাপ'র। শুধু তাই নয় সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ডের মধ্যেই বানানো হল 'আই লাভ ওয়ার্ড ১৩' নামে সেলফি জোন। নিজের খরচেই এসব পরিষেবা চালু করলেন তিনি। সঙ্গে বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর বিধায়ক তহবিলের প্রায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা খরচে বসানো হল হাইমাস্ট লাইট। পৃথক ভাবে করেন এই পরিষেবাগুলির উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসতের বিধায়ক অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। তাঁরা সকলেই এই কাজের প্রশংসা করেন। ডাঃ সুমিতকুমার সাহা জানান, ১৩ নং ওয়ার্ড দীর্ঘদিন বামেদের দখলে ছিল। ফলে সে অর্থে উন্নয়ন তেমন কিছুই হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন। তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও ওয়ার্ডবাসীর চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েই এই কাজ করেছি।

■ বারাসতে একাধিক পরিষেবা উদ্বোধনে মন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, অশনি মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত

সংবাদদাতা, বসিরহাট : দোকানে কাজ দেওয়ার নাম করে হোটেলে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। ধৃতের নাম অরিন্দম গোল। বাড়ি দক্ষিণ মিনাখাঁয়। মাস দুয়েক আগে অরিন্দম গোলের সঙ্গে মিনাখাঁর চৈতলের বাসিন্দা ওই নাবালিকার পরিচয় হয়। সেই সূত্রে ওই যুবক তাদের একটি দোকানে কাজ দেওয়ার নাম করে স্থানীয় হোটেলে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে মেয়েটির পরিবার অরিন্দম গোলের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সকালে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে পক্সো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অন্যদিকে নাবালিকাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বসিরহাট মহকুমা আদালতে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিস্ফোরণে ধৃত

সংবাদদাতা, বারাকপুর : সোমবার সকালে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল টিটাগড় পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বহুতল। স্থানীয় কলাবাগান অঞ্চলের ওই বহুতলে এদিন সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে। তবে বিস্ফোরণে কোনও হতাহতের খবর নেই। বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদন্তে নেমে স্থানীয় কাউন্সিলর মহঃ রিয়াজউদ্দিন-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে টিটাগড় থানার পুলিশ।

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল, নেতাদের বিরুদ্ধে পোস্টার

সংবাদদাতা, বারাসত : বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের বারাসাতের বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। পোস্টার পড়ল বারাসাত শহরে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসাত শহর ও বিজেপির দলীয় কার্যালয় রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পোস্টার দিয়ে দল থেকে সরানোর আবেদন। বারাসাত মহিলা মোর্চা নেত্রী নবমিতা চক্রবর্তী ও উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগীয় ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে পোস্টারে বিভিন্ন রকম কুরুচিকর মন্তব্য এবং এদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করার দাবিতে সরব

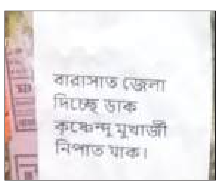

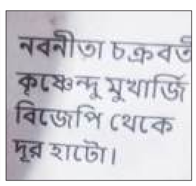

বিজেপির একাংশ। এই পোস্টারই সোমবার দেখা গেল বারাসাত শহরের নপাড়া, হেলাবটতলা, কলোনি মোড় হরিতলা সংলগ্ন বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সদর দফতরে। আর বিজেপির এই গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে সমালোচনায় নেমেছে বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি তাপস দাশগুপ্তের দাবি, বিজেপি কোনও রাজনৈতিক দলই নয়, বিজেপি একটি ধার্মিক দল। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আগেও প্রকাশ্যে এসেছে। এখনও আসছে এটি কোনও নতুন বিষয় নয়। ভোটের আগে এ-ধরনের গোষ্ঠী কোন্দল আরও প্রকাশ্যে আসবে। যদিও এই সমগ্র পোস্টার কাণ্ড ঘিরে বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব-সহ বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেনাদের সম্মানে হাওড়ার বালিটিকুরিতে মিছিল। নেতৃত্বে মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে রাজ্যের বাকি জেলাকে টপকে সেরা হল হুগলি

প্রতিবেদন : স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলা। যদিও কেন্দ্র এখনও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের চূড়ান্ত অবস্থান প্রকাশ করেনি। তবে এ-রাজ্যের জেলার নিরিখে হুগলি নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে। জেলার ডাকঘরগুলিতে জমার পরিমাণ এতটাই বেশি হয়েছে যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০৮ শতাংশ আদায় সম্ভব হয়েছে। পিপিএফ, রেকারিং ডিপোজিট, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা এবং মান্থলি ইনকাম স্কিমের মতো প্রকল্পগুলি চালায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। এগুলি সাধারণ মানুষের কাছে

পৌঁছে দেয় ডাকঘর ও ব্যাঙ্কগুলি, কমিশনের বিনিময়ে। রাজ্য সরকারও এর প্রচারে সক্রিয়। প্রতিটি জেলায় রয়েছে স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের অফিস, যারা প্রকল্পের প্রচারে নামে ও ডাকঘর এজেন্ট নিয়োগ করে।

রাজ্য অর্থ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের পোস্ট অফিসগুলিতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৮৩,৫০০ কোটি টাকা, যার ৯৯ শতাংশ আদায় হয়েছে। আদায়ের নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, যেখানে আদায় হয়েছে ২৭,৩৭৮ কোটি টাকা। সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে মালদহ, মাত্র ২,৪৩৪ কোটি টাকার আদায়ে।

হুগলির সাফল্যের পিছনে রয়েছে এক বছরের ধারাবাহিক প্রচার। রাজ্যের স্বল্প সঞ্চয় দফতরের উদ্যোগে স্থানীয় কর্মী ও অফিসাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগের সুফল বোঝান। তাঁদের দাবি, এই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারই হুগলিকে রাজ্যের সেরা করেছে বৃদ্ধির হারে।

বন্‌ধ নয়, সমাধান হবে আলোচনাতেই

প্রতিবেদন : বন্‌ধ কখনওই সমাধান হতে পারে না। বরং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজ্য সরকার সব সময় বাস সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে। সোমবার এমনটাই জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এদিন কসবার পরিবহণ দফতরে কয়েকটি বাস মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পরিবহণ আধিকারিকরা। সেখানে তাঁদের যাবতীয় অভিযোগ শোনা হয় এবং রাজ্য সরকার যে সবরকমভাবে তাঁদের পাশে রয়েছে, তাঁদের সাহায্য করছে, সেকথাও জানানো হয়। রাজ্য সরকার সব সময় বন্‌ধের পরিপন্থী। তাই বন্‌ধ করা মানে জনজীবনকে ব্যাহত করা। তাই কোনওভাবেই যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধে না হয় সেই কারণে বন্‌ধের পক্ষে নয় রাজ্য সরকার। আজ পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আরও এক দফা বৈঠক রয়েছে বাস সংগঠনগুলির।

চাইলেই নাম পাঠাতাম

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়ে দেন, প্রতিনিধি নিয়ে একক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কেন্দ্র। যদি পাঁচজনের নাম চাইত আমরা পাঁচজনের নামই পাঠাতাম।

পহেলগাঁও হামলা ও পরবর্তী সংঘর্ষের ঘটনায় পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারে ৩২টি দেশে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের তালিকা পেশ করেছে কেন্দ্র। সেখানে তৃণমূলকে না জানিয়েই প্রতিনিধি দলে রাখা হয় দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম। এ-বিষয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের কাছে প্রতিনিধি দলে নাম পাঠানোর বিষয়ে কেন্দ্রের তরফে কোনও অনুরোধ আসেনি। তারা নিজেরাই সদস্যের নাম নির্ধারণ করেছে। এটি তাঁরা অনুমোদন করছেন না। কোন প্রতিনিধি যাবেন, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দল। যদি তারা অনুরোধ করে, তবে মাদার পার্টি প্রথা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। এখন এমন সিস্টেম হয়ে গিয়েছে যে, কেন্দ্র দলকেই জানায় না! সংসদীয় দল শুধুমাত্র সংসদ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, আমরা বয়কট করছি, এটা বলা ঠিক নয়। এটা ভুল। সংসদীয় দল সংসদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত নেয়। সেটাও দলের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত হয়। লোকসভা-রাজ্যসভার চেয়ারম্যান আমি। অথচ আমাদের কখনও জানানো হয় না। আমাদের জানালে অবশ্যই আমরা নাম পাঠাব। দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে তাঁরা যে কেন্দ্রের পাশে রয়েছেন, এদিন ফের তা বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আছি। দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা কেন্দ্রকে সমর্থন করি।

অভিষেক বলেন, বিদেশে প্রতিনিধি দল পাঠানো নিয়ে কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্য শুভ ছিল না। তাদের সংকীর্ণ মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে এ-প্রসঙ্গে। বিদেশের প্রতিনিধি দলে কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রতিনিধিকে পাঠাবে, সেটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেন্দ্র বা বিজেপি এককভাবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, স্পষ্ট করে দিলেন অভিষেক। তৃণমূলই একমাত্র দল যারা এই ইস্যুতে কোনও রাজনীতি করেনি। বারবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলার মোকাবিলা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে তৃণমূল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাতে সহমত জানাবে। এ-বিষয়ে তাঁর মত, পহেলগাঁওয়ে নিহতদের পরিবার এবং অপারেশন সিঁদুরে যাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি করে পাঠানো উচিত বিদেশে।

উত্তরে জারি লাল সতর্কতা

প্রতিবেদন : পূর্বাভাসের নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রবেশ হয়েছে মৌসুমী বায়ুর। দক্ষিণে ও উত্তরে সক্রিয় একাধিক ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখা। শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে হাওয়া বইতে পারে। কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও থাকবে চরমে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। প্রবল বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে এই জেলাগুলোতে। ঘূর্ণাবর্তের এখনই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ঘটনাস্থলে ছিলাম না, মিথ্যা নাম দিয়েছে বাম-রাম : কুণাল

প্রতিবেদন : সেদিন আমি ঘটনাস্থলেই ছিলাম না। রাম-বাম মিথ্যেই আমার নাম দিয়েছে। সোমবার আদালত অবমাননা মামলার শুনানির শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন কুণাল ঘোষ। কলকাতা হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চে এদিন ছিল মামলার শুনানি। এদিন কুণাল ঘোষ-সহ কোনও অভিযুক্তই জবাবি হলফনামা জমা দেননি। তারপরই কোর্ট সকলের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ জুন। হলফনামা না দেওয়ার প্রসঙ্গে কুণালের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য ও অয়ন চক্রবর্তী বলেন, আমাদের হলফনামা প্রস্তুত। আমরা এখনই জমা দিতে পারি। কিন্তু যেহেতু আদালতের নির্দেশে ঘটনা নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট জমা পড়েছে এবং গতকাল রাতে আমরা তার কপি পেয়েছি, তাই তার উল্লেখ আমাদের হলফনামায় থাকা দরকার। সেই কারণেই কুণাল ঘোষের হলফনামা জমা পড়েনি এদিন। কোর্ট আর একটু সময় দিলে জমা দেওয়া হবে হলফনামা। আদালতের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে কুণাল আরও বলেন, ওইদিন বিক্ষোভের সময় আমি ছিলাম না। কোর্ট চত্বরে ওই আচরণ সমর্থনও করি না। কোন যন্ত্রণা থেকে এসএলএসটি শারীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষা প্রার্থীরা ওই অসংযত আচরণ করেছেন, সেটা ওঁরা জানেন। ওই কাণ্ড আমি সমর্থন করি না। কিন্তু বিজেপি, বাম আর কংগ্রেস রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার নাম দিয়েছে। বিচারপতিরা নিশ্চয় বুঝবেন, অকারণে এই ঘটনায় আমার নাম জড়ানো হয়েছে।

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: কর্তব্যের মধ্যে নিজের শখকে মরে যেতে দেননি কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মার নিরাপত্তারক্ষী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। প্রশিক্ষণ, শারীরিক সক্ষমতা ও জেদ নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত তেনজিং শেরপা (গেলবা)-র সঙ্গে এভারেস্ট জয় করলেন তিনি। তাঁর সাফল্য রাজ্য পুলিশের গৌরবময় ইতিহাসে নতুন সংযোজন। লক্ষ্মীকান্তের এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সশস্ত্র ব্যাটালিয়নের সদস্য লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, তিনি সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে এভারেস্ট আরোহণ করেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব সাহস এবং দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আমি গর্বিত, তিনি বেঙ্গল পুলিশের একজন সদস্য, যিনি বর্তমানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে নিযুক্ত।

আন্দোলন হোক

(প্রথম পাতার পর) প্রশ্ন, কোর্টে যে কেসটা করেছিলেন সেটা কি ঠিক ছিল? এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আন্দোলনে উসকানি দিচ্ছে যারা, তারাই আবার গিয়ে আদালতে মামলা করছে! শিক্ষক ও অশিক্ষককর্মীদের চাকরি যাওয়ার জন্য দায়ী যাঁরা, তাঁরা এটা না করলেই পারতেন। যাঁরা চাকরি খেয়েছেন সেই নাটের গুরুরাই যদি আজ তাঁদের স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে যান, সেটাতে আমার আপত্তি আছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, রাজ্য সরকারের উপর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ভরসা রাখা উচিত ছিল। শিক্ষকদের কাছ থেকে আরও সৌজন্য, সংযম আশা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম রিভিউ করব। আমরা রিভিউ পিটিশন করেছি। আমাদের আইনজীবীরা চাইবেন যাতে ওঁদের চাকরি থাকে। আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে মানব না, তা তো বলতে পারি না। সেটা মানতে আমরা বাধ্য। এখনও কারও মাইনে বন্ধ হয়নি। গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের স্কিম করে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমরা চাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে তাঁরা সমাজকে সেবা করুন, বাচ্চাদের শিক্ষা দিন। সবাই সমান নয় সেটাও জানি। কেউ কেউ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কেন মানবিকতা হারাব? মনে রাখবেন মানবিকতার ঊর্ধ্বে কিছু নয়।

অভিষেক বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করা, প্রতিবাদ করার অধিকার সর্বত্র রয়েছে। তাঁদের আন্দোলনকে কোনওভাবে ছোট করব না। কোনওভাবে চাইব না আন্দোলনকে রাজনৈতিক রঙে রাঙানো হোক। কিন্তু যারা আন্দোলন করছে, তাদের কাছে অনুরোধ, আন্দোলন কখনও হিংসাত্মক হয় না, উগ্র হয় না, হিংস্র হয় না। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূল আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই দাবি আদায়ের পথে এগিয়েছে। গান্ধীজি অহিংসার কথা বলেছেন। আমরা একশো দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লিতে আন্দোলন করেছি। অহিংসার পথ অবলম্বন করেছি। কোনও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে, বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন হলে আন্দোলনের সারমর্ম হারিয়ে যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের প্রতি সমব্যথী। গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের জন্য অনুদানের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। একাধিকবার বৈঠক করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসমতো অনেকেই স্কুলে ফিরেছেন। কেউ কেউ বিষয়টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বুঝতে হবে সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। সরকার আইনি পথে কাজ করছে। তাই সরকারকে সাহায্য করুন এবং তাদের পাশে থাকুন। এদিকে চাকরিহারাদের আন্দোলন নিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সল্টলেকের করুণাময়ী এলাকার বাসিন্দারা। তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা রুজু করা হয়েছে হাইকোর্টে। করা হয়েছে দ্রুত শুনানির আবেদন।

শিল্পের নয়া দিগন্ত উত্তরে

(প্রথম পাতার পর)

৫ একর জমির উপরে ১৫০০-২০০০ লোক থাকার মতো হোটেল তৈরি করা হচ্ছে। আরও হোমস্টে ও কটেজ তৈরি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে গজলডোবা, ভোরের আলো থেকে শুরু করে বেঙ্গল সাফারি হয়েছে। সবটাই উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য ঢেলে সাজিয়েছে আমাদের সরকার। এদিকে জলপাইগুড়িতে তৈরি হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তা তৈরি হচ্ছে।

এছাড়াও উত্তরের উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় ওয়েবেল পার্কে তৈরি হচ্ছে ডেটো সেন্টার। এছাড়াও জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াক তৈরিতে বরাদ্দ করা হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। ১২৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হয়েছে। আমবাড়ি ফালাকাটা, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, আলিপুরদুয়ার ও জয়গাঁতে তৈরি সেই পার্কগুলির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরের শিল্পে লগ্নি হবে ৯ হাজার কোটি টাকা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, দার্জিলিং ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন দার্জিলিং বানান। কালিম্পং, কার্শিয়াং— সব কিছুরই এক্সপ্যানশন করুন। এই কাজ আপনাদেরই করতে হবে। আমরা পাশে আছি। ইদানীং দার্জিলিং ব্র্যান্ড ব্যবহার করে পড়শি দেশ চা-এর ব্যবসা করছে। বিষয়টা জানি। ওরা ভেজাল মিশিয়ে ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করছে। টাস্ক ফোর্স তৈরি করে দিয়েছি। ওরা বিষয়টা দেখছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন অরগ্যানিকের যুগ। অনেকেই সকালে গরম জল আর মধু খান। ওতে চা মিশিয়ে দিন, লেবু দিন। হয়ে গেল লেমন হানি টি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা থেকে দিঘাগামী ৬টি ভলভো বাসের উদ্বোধন হবে। শিলিগুড়ি, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং রায়গঞ্জ— এই ৬টি জায়গা থেকে প্রতিদিন দিঘার উদ্দেশে রওনা দেবে ভলভো বাস। উত্তরবঙ্গের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। তাঁর সাফ কথা, কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। কিছু মাথায় এলে আমি চিরকুটে লিখে রাখি। সেটা না হওয়া পর্যন্ত থামি না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

20 May, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্মীর। ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি কাশিরডাঙা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণকান্ত বর্মন। কৃষ্ণকান্ত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পুন্ডিবাড়িতে পথদুর্ঘটনার কবলে পড়েন

জনতার মাঝে জননেত্রী

■ উত্তরবঙ্গ সফরের প্রথমদিন সোমবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর নিয়ে আরও প্রস্তাব নেতা-মন্ত্রীদের

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এগিয়ে বাংলার শিল্প

প্রতিবেদন: উত্তরে শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক শিল্প সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই বাংলা আজ হয়ে উঠেছে শিল্পবান্ধব। সোমবার শিল্প সম্মেলনে উত্তরের কোথায় কী প্রয়োজন বলার জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বে থাকা নেতা ও মন্ত্রীদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো মতামত জানান তাঁরা। বিদ্যুৎ নিয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ২০১১ সালে উত্তরবঙ্গের ৮৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা ছিল। আজকের দিনে বিদ্যুতের চাহিদা ৩৫০০ মেগাওয়াট। আগামী দিনে বিদ্যুতের চাহিদা আরও বাড়বে। লোডশেডিং এখন বিদায় নিয়েছে। চা-শিল্প প্রসঙ্গে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে চা-বাগান। শ্রমিকদের কথা ভেবেছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলার শিল্প আরও এগিয়ে যাবে। শিল্পপতিরা নিজে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে আছেন। একইভাবে তাঁরা যেন আরও এগিয়ে আসেন সেই আহ্বান জানান তিনি। শিলিগুড়ির কাজের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরেন মেয়র গৌতম দেব। পুরো বিষয়টি শুনে মুখ্যমন্ত্রী মেয়রকে নির্দেশ দেন সমস্যাগুলি লিপিবদ্ধ করে পাঠানোর।

■ শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব।

দার্জিলিংয়ের চা-নকল, ল্যাবরেটরিতে নজর

প্রতিবেদন: দার্জিলিং চায়ের নামে ভেজাল চা পড়শি দেশ থেকে ঢুকে পড়ছে দার্জিলিংয়ে। কীভাবে হচ্ছে এটা? কোনওভাবেই এই ভেজাল বরদাস্ত নয়। সোমবার শিলিগুড়ির শিল্প সম্মেলন থেকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ইদানীং দার্জিলিং ব্র্যান্ড ব্যবহার করে পড়শি দেশ চা-এর ব্যবসা করছে বলে অভিযোগ। সেই দেশের নাম বলব না। তবে বিষয়টা জানি। ওরা ভেজাল মিশিয়ে ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করছে। টাস্ক ফোর্স তৈরি করে দিয়েছি। ওরা বিষয়টা দেখছে। মন্ত্রী মলয় ঘটক আছেন। আমরা ইতিমধ্যেই এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছি। ল্যাবরেটরি তৈরি করে পরীক্ষা করে তবেই এখানে ঢোকানো হবে, সেই ব্যবস্থা করছি। দার্জিলিং চায়ের আলাদা এক ধরনের গন্ধ আছে। আজকাল অনেক ধরনের চা হয়, জিঞ্জার টি, লেমন টি, টারমারিক টি। তাই ওটারও একটা ব্র্যান্ডিং হোক। যাঁরা স্বাস্থ্য সচেতন তাঁরা এই ধরনের চা বেশি খাবেন। দার্জিলিং চায়ের নামেই ব্র্যান্ডিং করুন।

পাঁচ বছরে ১৫ হাজার কোটি বিনিয়োগের পরিকল্পনা : হর্ষ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আগামী ৫ বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা আছে। সোমবার উত্তরবঙ্গে বাণিজ্য সম্মেলনে এমনই জানালেন বিশিষ্ট উদ্যোগী হর্ষ নেওটিয়া। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের বিপুল সাফল্যের পরে এবার উত্তরবঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে বিভিন্ন শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প ছাড়াও পর্যটন, ফুড প্রসেসিং, চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানান বিশিষ্ট শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া। এদিনের শিল্প সম্মেলনে বাংলার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে হর্ষ নেওটিয়া বলেন, উত্তরবঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। উত্তরায়ণ আমার প্রথম প্রোজেক্ট। হাসপাতাল করেছি, মকাইবাড়ি চা-বাগানে হোটেল করার সুযোগ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সুযোগ এখানে ক্রমশ বাড়ছে। পাঁচটি পাঁচতারা হোটেল হচ্ছে শিলিগুড়িতে। আমাদেরও প্রোজেক্ট আছে। এছাড়া আমাদের ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা আছে আগামী ৫ বছরে। দিদির থেকে সবরকম সহযোগিতা পাচ্ছি। আমি খুবই আশাবাদী, আমরা আবার দেশে এক নম্বর হব।

বাংলার উন্নয়নে সদা তৎপর দিদি : সত্যম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের অধীনে একাধিক স্কুল থাকলেও, এতদিন কোনও আবাসিক স্কুল ছিল না। এবার সেই সমস্যাও মিটল। সোমবার, শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের শিল্প সম্মেলন থেকে মেয়েদের জন্য টেকনো ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সংস্থার কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরীদের ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসব ওরাই পারে। ওদের আমি একটা ফ্যাশন স্কুল করার প্রস্তাব দিয়েছি। সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেখানেই যান, উন্নয়নে নজর দেন। ২০২৪ সালে তাঁদের সংস্থা, গুগল ও আইবিএম-এর সঙ্গে যৌথভাবে চালু করে এআই এবং এমএল, ডেটা সায়েন্স, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ইউজিসি, পিজি এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম। এর শিক্ষার্থীরা বাংলার হয়ে বিশ্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছেন। তিনি আরও জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে শিল্পস্থাপনের সুযোগ অনেক বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার অন্য শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে গড়ে তুলবেন তাঁরা।

■ টেকনো ইন্ডিয়ার স্কুল উদ্বোধনের মুহূর্ত।

রোজগার বৃদ্ধি হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর : সঞ্জয়

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের রোজগার বৃদ্ধি হচ্ছে। আরও পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আরও সুযোগ আসছে। আগে স্কুলের পোশাকের জন্য কাপড় লুধিয়ানা থেকে আনা হত। এখন বাংলাতেই সব হচ্ছে।

আরও শিল্পস্থাপনে আগ্রহী: শুভজিৎ

সংবাদদাতা, কোচবিহার: আমরা শিল্পোদ্যোগীরা সবসময় শিল্পস্থাপনের জন্য আগ্রহী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার উত্তরবঙ্গ এসে শিল্পপতিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। উত্তরে আরও কী সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প স্থাপনে আরও জোর দিয়েছেন। এতে সামগ্রিকভাবে যাঁরা কম লগ্নি করবেন তাঁরাও শিল্পস্থাপনের সুযোগ পাবেন।

দার্জিলিং চায়ের ব্র্যান্ডিং হোক: রুদ্র

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দার্জিলিং থেকে দার্জিলিং টি-এর ব্র্যান্ডিং করার প্রস্তাব শিল্পপতি রুদ্র চট্টোপাধ্যায়ের। নিজেদের বাগানের নাম দিয়ে দার্জিলিং চায়ের ব্র্যান্ডিং করুন, শিলিগুড়িতে বললেন শিল্পপতি রুদ্র চট্টোপাধ্যায়। মকাইবাড়ি চা যেমন বিখ্যাত তেমন বিভিন্ন বাগানের নাম করে দার্জিলিং চায়ের ব্র্যান্ডিং করুন।

ক্ষুদ্র শিল্পে সম্ভাবনা কোচবিহারে: সুরজ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারের ব্যবসায়ীদের ওপরে নানা ধরনের বাড়তি কর মকুব করা, ভবানীগঞ্জ বাজারের সংস্কার, বেশি আসনের বিমান চালুর দাবি জানিয়েছি। ক্ষুদ্র শিল্পে কোচবিহারে ভাল সম্ভাবনা আছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবেদন জানিয়েছি কোচবিহারে আসার জন্য।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 May, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কেন্দ্রের বঞ্চনা, কোচবিহারে মেলেনি ডবল ইঞ্জিন বিমান : মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : শিলিগুড়িতে শিল্প সম্মেলনে কোচবিহারে বেশি আসনের বিমান চালানোর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান ব্যবসায়ীরা। আপাতত কোচবিহারে নয় আসনের বিমান নিয়মিত চলছে। এদিন শিলিগুড়িতে বিমানবন্দর ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রীতিমতো বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরে পরিকাঠামো উন্নয়নে তিনশো কোটি ব্যয় হয়েছিল। ডবল ইঞ্জিনের বিমান চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিক শিল্পের

■ কোচবিহার বিমানবন্দরের ছবি।

উদ্বোধনের জন্য কোচবিহারে আসতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে শিল্প সম্মেলনকে ঘিরে আশার আলো দেখছেন উত্তরের শিল্পোদ্যোগীরা। কোচবিহার থেকে ক্ষুদ্র মাঝারি ও বড় স্তরের শিল্পোদ্যোগীরা শিল্প সম্মেলনে সোমবার অংশ নিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে ৭৫ জন শিল্পোদ্যোগী এই সম্মেলনে অংশ নেন। সোমবার কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী মহলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিতভাবে একাধিক দাবি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন থেকে দশ কাঠা জমিতে সম্ভব এমন ক্ষুদ্র শিল্প ভাবনায় আগ্রহী অনেকেই এই জেলায় এগিয়ে এসেছেন। কোচবিহারের ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন শিল্প সম্মেলনে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। একাধিক শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোচবিহার আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

পাশে রাজ্য, চাকরিতে যোগ উকিলের ছেলের

■ চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে বাবা উকিল বর্মনের সঙ্গে ছেলে পরিতোষ। আছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক, জগদীশ বসুনিয়া।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সীমান্তরক্ষীদের ওপর আর ভরসা নেই। জিরো খতিয়ান জমিতে আর চাষ করতে যাবেন না। বাংলাদেশে বন্দিদশা কাটিয়ে ফিরেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শীতলকুচির উকিল বর্মন। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। উকিল বর্মনের ছেলের চাকরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সোমবারই কোচবিহারের এম জে এন হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে যোগ দিলেন পরিতোষ বর্মন। সংসার চালানো নিয়ে নিশ্চিন্ত হল পরিবারটি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছে গোটা পরিবার। উল্লেখ্য, ১৬ এপ্রিল কাঁটাতারের ওপারে কৃষিজমিতে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের হাতে অপহৃত হয়েছিলেন পশ্চিম শীতলকুচির গ্রামের উকিল বর্মন। উকিল বর্মনকে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশের হাতিবান্ধার দিকে। এরপর উল্টে উকিল বর্মনের বিরুদ্ধেই আইনানুগ পদক্ষেপ নিয়েছিল বাংলাদেশ প্রশাসন। বুধবার রাতে উকিল বর্মন বাড়ি ফিরেছেন। তবে কাঁটাতারের ওপারে থাকা চার বিঘা জমিতে কৃষিকাজ করতে যেতে আর রাজি নন উকিল বর্মনের পরিবার। সংসার চলার একমাত্র উপায় এই কৃষিকাজ। পরিবারের সম্পত্তি বলতে কেবল কাঁটাতারের ওপারের চার বিঘা কৃষিজমি। কিন্তু এই আতঙ্কের পরিবেশে কী করে ওপারে কৃষিকাজ করতে যাবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার। জমিতে বোরো ধান চাষ করলেও সেই ধান কাটতে যেতেও রাজি হচ্ছে না পরিবার। এই পরিস্থিতিতে কী করে দিন গুজরান হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। সোমবার উকিল বর্মনের পরিবার কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেয়। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, শীতলকুচির প্রাক্তন বনমন্ত্রী হিতেন বর্মন, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তপন গুহ-সহ আরও অনেকে।

বিজেপির দুষ্কৃতীর হাতে খুন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী

সংবাদদাতা, মালদহ: সাংগঠনিক শক্তিতে পেরে উঠতে পারছে না বিজেপি। এবার বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হলেন এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। হাঁসুয়া দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম সুবল ঘোষ। বাড়ি ইংরেজবাজারের মহদিপুর বারোদুয়ারি গ্রামে। মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাতে এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিলেন সুবল ঘোষ। ঠিক সেই সময় তাঁকে একা পেয়ে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে তাড়া করে হাঁসুয়ার কোপ মেরে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সুবল ঘোষ এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সক্রিয় কর্মী থাকায় বিজেপি কর্মীদের আক্রোশ ছিল। আর সেই আক্রোশেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝড়-বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত এলাকা মোকাবিলায় পুরসভার দল

■ দুর্গত এলাকায় পুরসভার আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রবিবার রাতে ও সোমবার ঝড়বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে রায়গঞ্জ কালিয়াগঞ্জ-সহ বিভিন্ন ব্লকের শহর ও গ্রামাঞ্চল। ঝড়বৃষ্টি থামতেই রাস্তাঘাটের জলমগ্ন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজে নেমে পড়ে পুরসভার বিশেষ টিম। কালিয়াগঞ্জ পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা এবং বিভিন্ন পুর কাউন্সিলররা নিজের নিজের এলাকা পরিদর্শন করেন। ঝড়বৃষ্টির ফলে কৃষিকাজে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধানের চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকা। পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে জমে থাকা জল বের করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিতে ত্রিপল প্রদান করা হয়েছে। বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত হয়ে থাকলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে জোরকদমে কাজ চালাচ্ছে বিদ্যুৎ দফতর। অপরদিকে রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে জল নেমে যাবে। পুরসভার পুরো টিম ময়দানে নেমে কাজ করছে।

মাছ ধরতে গিয়ে গন্ডারের হানায় মৃত ঠাকুমা-নাতনি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ফের একবার গন্ডারের আক্রমণে মৃত্যু হল দুই মহিলার। জাতীয় উদ্যানের গভীরে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে গন্ডারের আক্রমণে মৃত্যু হয় সম্পর্কে ঠাকুমা ও নাতনির। আপিল রাভা (৬০) ও তাঁর নাতনি তাবিতা রাভা (২৩) গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে বনবস্তি লাগোয়া কুলটি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।

সেই সময় আচমকা এলাকার জঙ্গল থেকে একটি গন্ডার বেরিয়ে এসে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। গ্রামের অন্য মহিলারা ঘটনাস্থল থেকে পালাতে সক্ষম হলেও ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আপিল রাভা। গুরুতর আহত হন তাঁর নাতনি তাবিতা রাভা। স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে গন্ডারটি জঙ্গলে ফিরে গেলে আহত অবস্থায় তাবিতাকে উদ্ধার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় হাসিমারা বায়ুসেনা হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কালচিনি লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মাঝরাস্তায় মৃত্যু হয় তাবিতার। বাসিন্দাদের সচেতন করার পরেও তাঁরা বিভিন্ন সময় গভীর জঙ্গলে চলে যান। সচেতন না থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে।

জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াকের ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন জল্পেশ মন্দির চত্বরে নির্মিত নতুন স্কাইওয়াকের। উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, যার মধ্যে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই আধুনিক স্কাইওয়াক। প্রায় তিন বছর ধরে চলা নির্মাণকাজ শেষে এটি পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হল। উদ্বোধনের সময় মঞ্চে উপস্থিত

■ জল্পেশে বুলুচিক বরাইক, খগেশ্বর রায়, নির্মলচন্দ্র রায়, মহুয়া গোপ প্রমুখ।

ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর ও শ্রেণিকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, সদস্যা মহুয়া গোপ, বিধায়ক খগেশ্বর রায়, নির্মলচন্দ্র রায় ও প্রদীপ বর্মা প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পরে মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক ফিতে কেটে স্কাইওয়াকের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। জানা গেছে, প্রতি বছর জল্পেশ মন্দিরে তিনটি বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে শ্রাবণ মাসের শ্রাবণী মেলায় সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। বর্ষার সময় বহু পুণ্যার্থী বৃষ্টির মধ্যেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। নতুন স্কাইওয়াকের ফলে এবার থেকে পুণ্যার্থীরা ছাউনির তলা দিয়ে সুরক্ষিতভাবে এগোতে পারবেন। মন্দিরের সম্পাদক গীরেন্দ্রনাথ দেব জানান, এত সুন্দর স্কাইওয়াক তৈরি করে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যাত্রীবাহী বাসের ছাদে বস্তায় করে লুকিয়ে চলছিল কয়লাপাচার। গোপন সূত্রে হানা দিয়ে ওই বিপুল পরিমাণ কয়লা আটক করা হয়। বীরভূমের সিউড়ি এলাকায়। ঘটনায় বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে আটক করা হয়েছে

সাঁইথিয়া হাসপাতালের সাফল্য সফল অস্ত্রোপচারে জন্ম শিশুর

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মুকুটে বিশেষ পালক। শুরু হয়ে গেল অস্ত্রোপচার। সোমবার সফল অস্ত্রোপচারে এক শিশুর জন্ম হয়েছে, জানালেন বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য চিকিৎসক আধিকারিক ডাঃ শুভব্রত ঘোষ। অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, খুবই জটিল অবস্থায় এক গর্ভবতী মহিলা ভর্তি হন। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ইমতিয়াজ খান পরীক্ষার পরে জানান, অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, না হলে গর্ভাবস্থায় শিশুর বিপদ হতে পারে। তড়িঘড়ি একটি মেডিক্যাল টিম তৈরি করে ওই মহিলার অস্ত্রোপচার করা হয় এবং একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দেন সাঁইথিয়া পুর এলাকার বাসিন্দা সবিতা বাউড়ি। কয়েক বছর আগে বীরভূমে প্রশাসনিক সভা করতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় সাঁইথিয়ার বিধায়ক নীলাবতী সাহা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবদার করেন সাঁইথিয়া গ্রামীণ হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে পরিণত করার। বিধায়কের প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ওই প্রশাসনিক সভা থেকে জানিয়ে দেন। এরপর মাত্র দু'বছরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সাঁইথিয়া শহর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল উপহার পায়। এতদিন অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা ছিল না, কারণ ওটি রুমে অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশের অভাব ছিল, বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সমাধান করে। ফলে এখন আর অস্ত্রোপচারের জন্য সাঁইথিয়ার মানুষকে দূরদূরান্তে ছুটতে হবে না। জেলাশাসক বিধান রায় জানিয়েছেন, জেলা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় নয়া পালক যুক্ত হল।

অস্ত্রোপচারের পর শিশুটিকে নিয়ে চিকিৎসকের দল।

নিরাপত্তারক্ষীকে গুলি, ধৃত মিঠু

মিঠু শাহ ও উদ্ধার তিন পিস্তল।

সংবাদদাতা, নদিয়া : প্রাক্তন মাওবাদী নেতা বর্তমানে তৃণমূলে নাম লিখিয়েছিলেন। সেই আজিজুল হক শাহ ওরফে মিঠু শাহকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল একজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী। রবিবার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় বচসার জেরে নিজের নিরাপত্তারক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল মিঠুর বিরুদ্ধে। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় গুলি। এরপরে নিরাপত্তারক্ষী জাহাঙ্গির আলম খবর দেন থানারপাড়া পুলিশ স্টেশনে। পুলিশ মিঠুকে গ্রেফতার করে। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া যায় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও আট রাউন্ড গুলি। তেহট্টের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার ছায়াসঙ্গী ছিলেন মিঠু। স্ত্রী মনোয়ারা শাহ জানিয়েছেন, স্বামীর প্রাণ ছিলেন তাপস সাহা। ওঁর মৃত্যুর পর থেকেই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে তিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। মিঠুকে আজ তেহট্ট মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছেন বিচারক।

নরনারায়ণ সেবা

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেলুড়ের ধর্মরাজ জিউর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। তিনি শুধু উপস্থিতই ছিলেন না, নিজের হাতে খাবারও পরিবেশন করলেন ভক্তদের মধ্যে। তিনি ছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগেই খুন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা

নিহত মেনকা মণ্ডল।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : পারিবারিক বিবাদের জেরে শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দফরপুর পঞ্চায়েতের এক মহিলা সদস্যাকে। নাম মেনকা মণ্ডল (৪৫)। বাড়ি দফরপুর পঞ্চায়েতের জগদানন্দবাটি গ্রামে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মেনকা বিজেপির প্রতীকে জিতলেও সম্প্রতি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

যে বাড়িতে মেনকা থাকতেন সেই বাড়ির একটি অংশ নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে গন্ডগোল চলছিল। স্থানীয় পঞ্চায়েত কয়েকবার সালিশির চেষ্টা করলেও কাজ হয়নি।

রবিবার দুপুরে মেনকা যখন রান্না করছিলেন, সেই সময় কয়েকজন আত্মীয় ঘরের সামনে নোংরা ফেলে গেলে মেনকা এবং তাঁর স্বামী নারায়ণের সঙ্গে বিবাদ বাধে। মেনকা, নারায়ণ এবং তাঁদের দুই ছেলেকে শাবল এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। মাথায় গুরুতর চোট নিয়ে রবিবার মেনকাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই গভীর রাতে মৃত্যু।

দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রধান মঞ্জুর আলি বলেন, মেনকা বিজেপির প্রতীকে জিতলেও গত কয়েক মাস ধরে তিনি এবং অপর একজন বিজেপি সদস্য তৃণমূলের হয়ে কাজ করছিলেন। শিগগিরই তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের পতাকা হাতে নেওয়ার কথা ছিল। তার আগেই এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।

উন্নয়নে আপস নয়, প্রমাণ করল রঘুনাথপুর পুর বোর্ড

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : উন্নয়নের সঙ্গে কোনও আপস নয়, তা প্রমাণ করে দিল রঘুনাথপুর পুরসভা। বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড সেভাবে উন্নয়নের কাজে গতি আনতে পারছিল না। সোমবার রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে জেলা প্রশাসনকে পাঠানো হল নির্দেশিকা। তাতে বলা হল, ওই পুরসভায় প্রশাসক হিসাবে কাজ করবেন রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসক বিবেক পঙ্কজ।

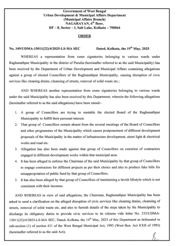

পুরসভায় ১৩টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে আছে ১০টি আসন। এছাড়া কংগ্রেসের ২ জন এবং বিজেপির একজন সদস্য রয়েছেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর উন্নয়নের ব্যাপারে নজরদারি করে। তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কাছ থেকে নাগরিক পরিষেবায় খামতি নিয়ে এবং বহু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনুন্নয়নের অভিযোগ পেয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর বুঝতে পারে, বহুক্ষেত্রেই উন্নয়ন ও পরিষেবার কাজ যথাযথ হয়নি। পুর প্রতিনিধিদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে। তাই পুর আইনের ৪৩১ নং ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী আপাতত রঘুনাথপুর পুরসভার বোর্ডকে নিষ্ক্রিয় করা হল।

এ প্রসঙ্গে বান্দোয়ানের বিধায়ক তথা নতুন জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের সঙ্গে আপস না করতে বলেছেন। তৃণমূল পরিচালিত রঘুনাথপুর পুরসভা তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করল

বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত সকল ব্লক ও শহরকে নিয়ে বিশেষ বৈঠক হল সোমবার। উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ, অভিজিৎ সিংহ, সুদীপ্ত ঘোষ। এঁরা কোর কমিটির সদস্যও।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে বিধায়ক

সংবাদদাতা, সাতগাছিয়া : রবিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভার নান্দা ভাঙায়। উদয় টিম্বার মার্টে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে তিনটি দমকলের ইঞ্জিন আসে। স্থানীয় মানুষ এবং দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রায় চার ঘণ্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে আসেন সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর।

খুকুড়দহে দু'মাসের মধ্যে ক্রসওয়ে শেষের নির্দেশ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : দুই মাসের মধ্যে ক্রসওয়ে নির্মাণের কাজ শেষ করা হবে। দাসপুরের খুকুড়দহে পরিদর্শনে এসে জানালেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ ও সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা। দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্বল অবস্থায় রয়েছে ঘাটাল-পাঁশকুড়া সড়কের উপর খুকুড়দহ ব্রিজ। ভারী গাড়ি যান-চলাচল এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ। যাতে ভারী যান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার জন্য তৈরি হচ্ছে ব্রিজের পাশ দিয়ে একটি ক্রসওয়ে। বন্যার সময় দুর্গা চটি জলের চাপ প্রবল থাকে, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই ইঞ্জিনিয়ারদের প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি করা হবে ওই ক্রস রাস্তাটি। তবে কাজ শুরুর পর থেকেই বারে বারে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ঠিকাদারি শ্রমিকদের। নির্মাণের পরপরই জলের চাপে প্রায় দু'বার ভেঙে পড়েছে সেটি। ক্রসওয়ের আপ্রোচ রাস্তা যাতে প্রশস্ত হয়, তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্মীবাজার ও কালীবাজারের একাধিক বেআইনি দোকান, যেগুলি মূলত পূর্ত দফতরের জায়গা দখল করে নির্মাণ ছিল, সেগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে। আজ ওই ব্রিজের বর্তমান পরিস্থিতি, ক্রসওয়ের কাজের গতি ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে খুকুড়দহ আসেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, সেচ ও পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কৃষি ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ আশিস হুদাইত, দাসপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিখা দোলই, জেলা পরিষদ সদস্য সৌমিত্র সিংহরায় প্রমুখ।

ক্রসওয়ে নির্মাণকাজ পরিদর্শনে নির্মল ঘোষ ও ইঞ্জিনিয়াররা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 May, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

যানজট, জমা জল থেকে রেহাই পেতে জরুরি বোর্ড বৈঠক

সংবাদদাতা, আসানসোল : যানজট, পার্কিং ও অল্পবৃষ্টিতে জল জমার সমস্যা মেটাতে পুর কাউন্সিলরদের নিয়ে বোর্ড বৈঠক বসল আসানসোল পুরনিগমে, সোমবার। চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়, দুই

আসানসোল পুরনিগম

ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক ও অভিজিৎ ঘটক, মেয়র পারিষদ, বরো চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরা।

অমরনাথ পরে বলেন, বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য ছিল হটন রোডকে যানজট মুক্ত করা। এলাকায় একটি ড্রেন তৈরি করা হচ্ছে, যা হটন রোড এলাকা থেকে জিটি রোডে আসা জল নিকাশি করবে। যাতে বাজারে জল জমে না থাকে। এর জন্য হটন রোডে রাস্তার পাশে অবৈধ দখলদারি হটানো প্রয়োজন। মঙ্গলবার পুরনিগমের একটি দল মেয়রের নেতৃত্বে এলাকায় যাবে। অবৈধ দোকানিদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে দোকান সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হবে। তাদের বিকল্প জায়গা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে বর্ষাকাল আসার আগে, পুর এলাকায় ছয়টি রাস্তা নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিধান বলেন, পুর নিগম এলাকায় ছয়টি রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। পাশাপাশি ছোট রাস্তাও মেরামত হবে। জল জমা এড়াতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। যেমন গোপালপুরে আধ ঘণ্টার বৃষ্টিতে জল জমে যাচ্ছে। ফলে মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। হটন রোডে রাস্তায় গাড়ি পার্ক করা হচ্ছে। তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। ১৩ নম্বর পার্কিংকে অটো স্ট্যান্ডে রূপান্তরিত করা হবে।

পথ-দুর্ঘটনায় ১৪ চাকা লরি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার মির্জাপুর বামুনারি মোর সংলগ্ন ২ নম্বর রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ১৪ চাকা কয়লার গাড়ি। কোতুলপুরের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি ১৪ চাকা কয়লার গাড়ি। কোতুলপুর থানার বামুনারি সংলগ্ন এলাকায় এসে সামনের দিক থেকে আসা একটি গাড়িরকে পাশ দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশেই উল্টে যায়। ভেতরে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েন চালক ও খালাসি। স্থানীয়রা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওঁদের গাড়ির ভেতর থেকে বার করেন। অল্পের জন্য ওঁরা প্রাণে বেঁচেছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে কোতুলপুর থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল।

২৪ মে আসছে ২০ জনের বিদেশি ভক্তের দল

দিঘার জগন্নাথধাম দেখতে আগ্রহী হেনরি ফোর্ডের নাতি

প্রতিবেদন : দিঘার জগন্নাথধামের সুনাম গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশিদের মধ্যেও আগ্রহ বাড়ছে। সেই সূত্রেই বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা ফোর্ডের বর্তমান উত্তরাধিকারী হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র অ্যালফ্রেড ফোর্ড এই মন্দির নিয়ে আগ্রহী বলে জানা গিয়েছে। অ্যালফ্রেড নাকি খোঁজখবর নিচ্ছেন পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি জগন্নাথধামে কখন, কত রকমের পুজো হয়। পুরীর মতোই প্রতি প্রহরে ভোগ দেওয়া হয় কিনা। বিস্তারিত জানার পরই তিনি আসতে চেয়েছেন বলে খবর।

জানা গিয়েছে, ২৪ মে অন্তত ২০ জনের বিদেশি জগন্নাথভক্তের একটি দল আসতে চলেছে দিঘার জগন্নাথধামে। এমন অসংখ্য বিদেশি ভক্ত মন্দির নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন। তাঁরা নতুন মন্দির দেখতে আগ্রহী। ইসকন মন্দিরের নিত্যপুজোর দায়িত্বে। ফলে

জগন্নাথধাম। ডানদিকে, হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র অ্যালফ্রেড ফোর্ড।

তাদের বিদেশি ভক্তেরা মন্দিরের আশপাশের হোটেল, পরিচ্ছন্ন থাকার জায়গা আছে কিনা খোঁজ নিচ্ছেন। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানাচ্ছেন, পুরীর মন্দিরে বিদেশিরা যেতে পারেন না। সেই মন্দিরের আদলে তৈরি দিঘার এই মন্দিরে কারও প্রবেশে বাধা নেই। ইতিমধ্যে উদ্বোধনের পর থেকে রবিবার পর্যন্ত ২০ লক্ষ মানুষ এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ১৫০টি দেশের ১৯০ জন ভক্ত রয়েছে।

দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র জানিয়েছেন, বিপুল পর্যটক বাড়ছে দিঘায়, সবটাই প্রভু জগন্নাথের জন্য। সামনে রথ। তখন আরও পর্যটক ও ভক্ত সমাগম হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রায় বাতিল বহু ট্রেন

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : একে তো ট্রেন মানেই লেট লতিফ, তার উপরে নিয়মিত উন্নয়নের অজুহাতে ব্লক নেওয়ার নামে একাধিক রেলপথে ট্রেন বাতিল। ফলে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা বিভাগের যাত্রীরা। বারবার ক্ষোভ জানালেও হেলদোল নেই রেলের। সোমবার ফের একাধিক জায়গায় ব্লক নেওয়ার কথা ঘোষণা করে এদিন থেকে সপ্তাহ জুড়ে একাধিক রুটে বহু ট্রেন বাতিল করা হল।

রেলের আদ্রা বিভাগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, কয়েকটি সাবওয়ে তৈরি এবং ট্র্যাক উন্নয়নের জন্য এই ব্লক নেওয়া হয়েছে একাধিক জায়গায়। ফলে সোমবার থেকে এক সপ্তাহ বন্ধ থাকছে ৬৮০৪৬/৬৮০৪৫

বাতিল থাকবে শালিমার-ভোজুডি দৈনিক এক্সপ্রেস, খড়্গপুর-হাতিয়া দৈনিক এক্সপ্রেস, বাঁকুড়া-ময়নাপুর প্যাসেঞ্জার এবং আদ্রা-খড়্গপুর মেমু প্যাসেঞ্জার।

আসানসোল-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫৯৪/৬৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার। মঙ্গলবার আসানসোল-বরাভেম-টাটা ট্রেনটি চলবে আসানসোল থেকে আদ্রা অবধি। বাতিল থাকবে শালিমার-ভোজুডি দৈনিক এক্সপ্রেস, খড়্গপুর-হাতিয়া দৈনিক এক্সপ্রেস, বাঁকুড়া-ময়নাপুর প্যাসেঞ্জার এবং আদ্রা-খড়্গপুর মেমু প্যাসেঞ্জার। নিত্যযাত্রীরা বলছেন, আদ্রা-আসানসোল এবং আদ্রা-খড়্গপুর দুটি রুটই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা এলাকার বহু মানুষের রুজি আসানসোল শিল্পাঞ্চলের উপর নির্ভর করে। নিত্যযাত্রী শিবানী দে, বাবুরাম সোরেন, পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলেন, এভাবে কখনও ট্রেন বাতিল, কখনও যাত্রীবাহী ট্রেন অস্বাভাবিক দেরিতে চলায় চূড়ান্ত সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, মালগাড়ি চালাতে কিন্তু কোনও সমস্যা হয় না রেলের। তাই এবারেও রেলে মাল পরিবহণে দক্ষিণ পূর্ব রেলের সেরা হয়েছে এই আদ্রাই।

দায়িত্ব বাড়ল বললেন রবি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দলের মর্যাদা ও গৌরবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেভাবে সকলকে নিয়ে জেলার গরিমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। সোমবার বর্ধমান জেলা তৃণমূল অফিসে সংবর্ধিত হওয়ার পর বললেন জেলার দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত তৃণমূল সভাপতি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, দল তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালনের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয়বারের জন্য দল তাঁকে নির্বাচিত করায় দায়িত্ব আরও বেড়েছে। সকলকে নিয়ে যেমন চলেছেন তেমনই চলবেন।

সম্প্রতি বর্ধমান ১নং ব্লকের ১২ জন তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত স্তরের

বরণ করে নেওয়া হচ্ছে নতুন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে।

পদাধিকারীর জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, যাঁরা জামিন পেয়েছেন তাঁরা পুনরায় নিজের পদে ফিরে গিয়ে কাজ করবেন। তাঁদের কাজ করতে আর কোনও বাধা নেই।

এদিনের অনুষ্ঠানে দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানাতে পার্টি অফিসে উপস্থিত ছিলেন দেবু টুডু, বাগবুল ইসলাম, মহম্মদ ইসমাইল, উজ্জ্বল প্রামাণিক, বিধায়ক অলোক মাঝি, খোকন দাস প্রমুখ। ছিলেন অসংখ্য অনুরাগী ও দলীয় কর্মীরা।

লক্ষ্মীকান্ত জয় করেছেন এভারেস্ট, গর্বিত গোটা গ্রাম

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

গ্রামের ছেলের স্বপ্নপূরণে গর্বিত গোটা গ্রাম। সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের মথুরি গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। এই খবরে আনন্দে মেতে গোটা গ্রামের মানুষ। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের তরফ থেকেও লক্ষ্মীকান্তের বাবা বনমালী ও মা বিজললতা মণ্ডলকে সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে এক্স অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ১১

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডলকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

এপ্রিল এভারেস্টের উদ্দেশে রওনা হন লক্ষ্মীকান্ত। অভিযানের দায়িত্বে ছিল নেপালের একটি ট্রেকিং সংস্থা। সোমবার লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে পর্বতারোহণের ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন নেপালের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছোনজিন আংমো। এছাড়াও ছিলেন গীতা সমোতা, লাকপা শেরপাও ও তেনজিং শেরপা। লক্ষ্মীকান্ত বর্তমানে রাজ্য পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল। খোদ কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ বর্মার দেহরক্ষী। যাত্রা শুরুর আগে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নগরপাল। লক্ষ্মীকান্ত আজ গ্রামের গর্ব। ওঁর বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ মা, বাবা ও এক ভাই। এক বোনের বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। বাবা প্রাক্তন পুলিশকর্মী। ছোট থেকেই লক্ষ্মীকান্ত অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে যুক্ত। পাহাড়-পর্বত টানে। এপ্রিলের প্রথমে রওনা হয় এভারেস্ট জয়ের উদ্দেশে। সোমবার বিকেলে লক্ষ্মীকান্তের বাড়িতে সংবর্ধনা জানাতে যান তমলুকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজল আবরার, আইসি সুভাষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নদীতে উল্টে গেল গাড়ি। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে মৃত্যু হল একই পরিবারের পাঁচজনের। সোমবার সকালে এক আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে মুম্বই থেকে দেবরুকের দিকে যাচ্ছিলেন গাড়ির যাত্রীরা। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জগবুদি নদীতে গিয়ে পড়ে গাড়িটি

দিল্লি দরবার

এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে ধরাশায়ী পাকিস্তান

স্বর্ণমন্দির ধ্বংসের চেষ্টা ব্যর্থ করল ভারতীয় সেনাবাহিনী

প্রতিবেদন: অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু সেই অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। শিখ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মস্থানকে লক্ষ্য করে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ছুঁড়েছিল পাকসেনা। মুখের উপর জবাব দিয়েছে ভারত। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ধ্বংসকারী কামান নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে সেগুলি। এতটুকু ক্ষতি হতে দেয়নি স্বর্ণমন্দিরের। লাগেনি সামান্যতম আঁচড়ও। সোমবার স্পষ্টভাষায় একথা জানিয়েছেন, ১৫ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল কার্তিক সি শেষাদ্রী। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের নমুনার ছবিও এদিন প্রকাশ করা হয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের ব্যবস্থা, এল-৭০ এয়ার ডিফেন্স গান স্বর্ণমন্দির এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহর রক্ষায় কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা তুলে ধরা হয়।

লক্ষণীয়, আগেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অপারেশন সিঁদুরে পর্যদুস্ত হয়ে পাকিস্তান ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল ভারতের অসামরিক এলাকা এবং ধর্মীয় স্থানগুলিকে লক্ষ্য করে। তারা টার্গেট করেছিল শিখদের সর্বোচ্চ ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরও।

মেজর জেনারেল শেষাদ্রীর কথায়, গত ৮ মে স্বর্ণমন্দিরকে লক্ষ্য করে একের পর এক আক্রমণ চালায় পাকসেনা। ড্রোন, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কিছুই বাদ দেয়নি তারা। কিন্তু ভারতীয় সেনার প্রতিরোধে মুখ থুবড়ে পড়ে পাকিস্তান। আসলে পাকবাহিনীর যে আদৌ কোনও নীতিবোধ নেই তা আমাদের অজানা নয়। তারা যে স্বর্ণমন্দিরকে টার্গেট করতে পারে তা আগাম অনুমান করেছিলাম আমরা।

তাই নিজেদের প্রস্তুত রেখেছিলাম সবদিক দিয়েই। স্বর্ণমন্দিরকে রক্ষা করতে আমরা প্রস্তুত রেখেছিলাম অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। সেই কারণেই সফল হয়নি পাকিস্তানের শয়তানি। আমাদের অসীম সাহসী ও সজাগ সেনাবাহিনী ভেস্তে দিয়েছে পাকিস্তানের চক্রান্ত।

প্রতিনিধি দলে থাকুন জওয়ানরা
শহিদ ও মৃতদের পরিবারের সদস্যরা

প্রতিবেদন : বিদেশ মন্ত্রকের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে সোমবার স্পষ্ট ভাষায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর ব্যাপারে কেন্দ্রের কেউই দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। খবর রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস নাকি প্রতিনিধি দল পাঠাতে চায় না। ঘটনা হল, তৃণমূল কংগ্রেস শুধু যে পাঠাতেই চায় তাই নয়, প্রয়োজন পাঁচজনকে পাঠাবে। কিন্তু কেন্দ্রকে তো জানাতে হবে। কেন্দ্র কখনও ঠিক করতে পারতে পারে না অন্য দলের কোন সাংসদরা যাবেন।

স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক শেষে অভিষেক নীতিগত একটি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, শুধু এই প্রতিনিধি দলে সাংসদরা কেন যাবেন? থাকা উচিত সেই সব বীর জওয়ানদের, যাঁরা পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া হাতে লড়াই করেছেন। থাকা উচিত সেই সব সেনানীদের পরিবারের প্রতিনিধিদের, যাঁরা পাক-সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। থাকা উচিত সেই সব পরিবারের পরিবারের প্রতিনিধিদের, যাঁদের ঘনিষ্ঠরা পহেলগাঁওয়ের মতো বিভিন্ন সময় পাক-সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছেন। এঁরাই তো হলেন পাক-সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। কেন্দ্র জানাক এমন কতজন রয়েছেন এই প্রতিনিধি দলে। অভিষেকের স্পষ্ট কথা, দেশের কথা যখন হবে তখন রাজনীতি করা উচিত নয়।

ঘনঘন বিদেশ যাত্রা ঘিরে গভীর রহস্য

পহেলগাঁও হামলার পর পাক-সুরে কথা গুপ্তচর জ্যোতির আরও কীর্তি ফাঁস

প্রতিবেদন: বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই পাক গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত জ্যোতিরানি মালহোত্রার। তদন্তকারী অফিসারদের জেরায় একবারে মুখে কুলুপ এঁটেছে এই ইউটিউবার। শুধু একটা কথাই বলছে বারবার, বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে সে। তার দাবি, সে যা করেছে তা তার স্বাধীনতার মধ্যেই পড়ে। পহেলগাঁও হামলার পরে সে ইউটিউবে দাবি করেছিল, এই কাজের জন্য কোনও পাকিস্তানি দায়ী নয়। গোয়েন্দারা বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছেন, জ্যোতিকে পাকিস্তানের সুরে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য চাপ দিয়েছিল ওপারের ছদ্মবেশী এজেন্টরাই। তারাই চরবৃত্তির কাজ দিয়েছিল তাকে।

গুপ্তচর জ্যোতির আরও কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে গোয়েন্দাদের জেরায়। সে কবে, কতবার পাকিস্তান গিয়েছিল, চিন গিয়েছিল, সব তথ্যই বিস্তারিতভাবে এসে গেছে গোয়েন্দাদের হাতে। শুধু পাকিস্তান-চিন নয়, থাইল্যান্ড ও বালিতেও গিয়েছিল জ্যোতি। কেন গিয়েছিল তা নিয়ে নানা তথ্য উঠে আসছে তদন্তে।

জ্যোতিকে জেরা করে জানা গেছে, পাক গুপ্তচরবৃত্তিতে জ্যোতিরানির অন্যতম সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে পানিপথের নোমান ইলাহী। দু'জনেই হরিয়ানায় বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে হাতে হাত মিলিয়ে চালিয়ে গেছে গুপ্তচরবৃত্তি। নৌমানকে জেরায় গোয়েন্দাদের হাতে চাঞ্চল্যকর প্রমাণ উঠে এসেছে। পাকিস্তান হ্যান্ডলার ইকবালের সঙ্গে নৌমান ফোনে তথ্য আদানপ্রদান নিয়ে যে কথা বলেছে তার ভয়েস চ্যাট রেকর্ডের হদিশ গোয়েন্দারা পেয়েছেন বলে খবর। ভয়েস চ্যাটে পাকিস্তানের হ্যান্ডলার ইকবালের টার্গেট যে কাশ্মীরের সেনাঘাঁটি, তাও একেবারে স্পষ্ট। নৌমান ও ইকবালের ভয়েস চ্যাটে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। যে ভয়েস চ্যাটে পাক হ্যান্ডলার ইকবাল কাশ্মীর সেনাঘাঁটির ছবি পাঠাতে নৌমানকে নির্দেশ দিচ্ছে, তাতে নৌমান রীতিমতো অনুরোধের সুরে বলছে, তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও, আমার কাজের জন্য তুমি বসে আছ, আমাকে দুটো দিন সময় দাও। পাল্টা ইকবালের হুমকি, তুই আমার কাজ করবি, কতদিনের মধ্যে করবি? সেনাঘাঁটির দুটি ছবি আমায় দ্রুত পাঠিয়ে দে। আমার দুটো দিন সময় লাগবে বলে ফোন রেখে দেয় নৌমান।

লক্ষণীয়, অপারেশন সিঁদুরের পর দিল্লির লাগোয়া হরিয়ানা থেকে পাক গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সংখ্যা এখনও পর্যন্ত নয়। এদিকে জম্মু-কাশ্মীর সোপিয়ানে জঙ্গিদের সাহায্যকারী দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনা। অন্যদিকে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানায় বড় ধরনের নাশকতার চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছেন গোয়েন্দারা। গ্রেফতার করেছেন দু'জনকে। অনলাইনে তারা বিস্ফোরক কিনেছিল বলে জানা গিয়েছে।

দেশ-বিদেশে জ্যোতির সফর

এপ্রিল ২০২৩ **প্রথমবার পাকিস্তান সফর (বৈশাখি উৎসব)**
২০২৪ এপ্রিল ১৭ - মে ২৫ **আবার পাকিস্তান সফর**
২০২৪ **চিন সফর**
২০২৪ নভেম্বর **থাইল্যান্ড ও বালি সফর**
২০২৪ **জম্মু সফর**
২০২৫ **জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি পহেলগাঁও**
মার্চ ২০২৫ **ফের পাকিস্তান**
এছাড়াও পাটায়া ও বালিতে গিয়েছিল ২ বার

সুপ্রিম কোর্টে ফের ভর্ৎসিত বিজেপির সেই দাগি মন্ত্রী

প্রতিবেদন : কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে উদ্দেশ্য করে বেফাঁস মন্তব্য করার জন্য সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আবার ভর্ৎসিত হলেন মধ্যপ্রদেশের সেই দাগি বিজেপি মন্ত্রী বিজয় শাহ। নির্বোধ বলে তাঁকে অভিহিত করে শীর্ষ আদালত। তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ। গেরুয়া মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গড়ে দিয়েছে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি। এদিন সুপ্রিম কোর্ট ওই মন্ত্রীকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট নয়। আপনার আচরণ ও কথায় মাথা ঝুঁকে গিয়েছে গোটা দেশের। লজ্জিত গোটা জাতি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, কী ধরনের ক্ষমা? কী ছিল সেই ক্ষমাপ্রার্থনায়? আইনের হাত থেকে বাঁচতে ক্ষমা চেয়ে নেন অনেকেই। কোনও সময়ে কাঁদেন কুমিরের কান্নাও। আপনারটা এর মধ্যে কোন ধরনের? বেঞ্চ রীতিমতো ধমকের সুরে মন্তব্য করেন, আপনি যেভাবে নির্বোধের মতো কথা বলছেন, তা পুরোপুরি চিন্তার বাইরে। ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই আপনার।

একইদিনে ৩ দুর্ঘটনা অন্ধ্রে মৃত্যু ৯ শিশুর

প্রতিবেদন: একইদিনে অন্ধ্রপ্রদেশে মর্মান্তিক মৃত্যু ৯ শিশুর। পার্ক করে রাখা গাড়ির ভেতরে ঢুকে খেলতে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হল ৪ শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বিজয়নগরমে। অন্যদিকে বৃষ্টির জলে ভর্তি বড় গর্তে পা দিতেই ডুবে যায় আরও ৩ শিশু। এই ঘটনাটি ঘটেছে কুপ্পম মণ্ডলের দেবরাজপুরমে। দু'টি ঘটনাই রবিবারের। রবিবার ছুটির দিনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বুত্তাইগুডেমের আলিভেরুতে গুব্বালা মাঙ্গামা জালেরুর জলাধারে ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ শিশুর।

পার্ক করা গাড়ির ভেতরে খেলতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে বিজয়নগরমের দ্বারপুডি গ্রামে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গাড়িতে উঠে খেলছিল ৪ শিশু। তারা বুঝতেই পারেনি, কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে গাড়ির দরজা। ঠেলাঠেলি করতেই তা ভেতর থেকে লক হয়ে যায় নিজে থেকেই। গাড়ির সবক'টি জানলা বন্ধ ছিল আগে থেকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ৪ শিশুর।

সুদের হার কমাল স্টেট ব্যাঙ্ক

প্রতিবেদন: ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার কমিয়ে দিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ১৬ মে থেকে এই নতুন সুদের হার কার্যকর হল বলে জানানো হয়েছে। এখন ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে সুদের সর্বোচ্চ হার ৬.৭%। ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে সুদের ৬.৫৫%।

দেশ বিদেশ
20 May, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য গ্রেফতার হয়েছেন হরিয়ানার অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলি খান মাহমুদাবাদ। এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর মামলাটি শুনতে রাজি হয়েছে শীর্ষ আদালত।

বাংলাদেশ ও মায়ানমারের ‘অবৈধ’ অভিবাসীদের পরিচয় যাচাই ৩০ দিনে

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের পরিচয় যাচাই করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ৩০ দিনের সময়সীমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যারা ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করে তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে বলা হয়েছে, ৩০ দিনের সময়সীমার পর যদি সংশ্লিষ্টদের নথি যাচাই করা না হয়, তবে তাদের ফেরত পাঠানো হবে। এই বিষয়ে জারি করা একগুচ্ছ নির্দেশাবলিতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্তকরণ, চিহ্নিতকরণ এবং ফেরত পাঠানোর জন্য তাদের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বলেছে। তাদের ফেরত পাঠানোর অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তিদের রাখার জন্য পর্যাপ্ত জেলা-স্তরের আটক কেন্দ্র স্থাপন করতেও বলা হয়েছে।

নাগরিকত্ব যাচাইয়ের এই নির্দেশ বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা নথিবিহীন, অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নতুন করে পদক্ষেপের অংশ। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) এবং অসম রাইফেলসের মহাপরিচালকদেরও এই নির্দেশাবলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই বাহিনী দুটি দেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রক্ষা করে। ফেব্রুয়ারিতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন যে অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অভিবাসীদের দেশে প্রবেশ করতে, নথি পেতে এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে সাহায্যকারী যেকোনও নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তখন শাহ বলেছিলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি

নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্র

জাতীয় নিরাপত্তার সাথেও জড়িত এবং এর কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত। তাদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো উচিত। এরপর থেকে রাজস্থান ও গুজরাতের মতো রাজ্যগুলি বাংলাদেশ থেকে আসা সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত ও আটক করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এর আগে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুজরাতের সুরাট ও আহমেদাবাদে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৬,৫০০ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজস্থানের বিশেষ অভিযানে পুলিশের হাতে ধরা পড়া ১৪৮ জন অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীর প্রথম ব্যাচকে এই সপ্তাহে একটি বিশেষ বিমানে করে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

শাহের বিবৃতির পর আধাসামরিক বাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জানিয়েছেন, কেন্দ্র ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছে এবং এটিকে সুগম ও দ্রুত করার জন্য মে মাসের প্রথম সপ্তাহে “সংশোধিত নির্দেশাবলি” জারি করেছে। নতুন নির্দেশাবলিতে কী পরিবর্তন এসেছে তা ব্যাখ্যা করে ওই কর্মকর্তা বলেন, এর আগে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর কোনও সময়সীমা ছিল না এবং কখনও কখনও অন্য রাজ্য থেকে যাচাইকরণ প্রতিবেদন পেতে কয়েক মাস লেগে যেত, যেখানে তারা বাসিন্দা বলে দাবি করত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক কর্মকর্তা বলেছেন, কিন্তু এখন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং জেলা কালেক্টর/ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ৩০ দিনের মধ্যে ফেরত পাঠানো রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি উপযুক্ত পরিচয়পত্র প্রতিবেদন পাঠাতে বলেছে। বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ৩০ দিনের জন্য হোল্ডিং সেন্টারে রাখা উচিত এবং যদি সেই সময়ের মধ্যে কোনও প্রতিবেদন না পাওয়া যায়, তবে বিদেশি নিবন্ধন দফতর তাদের ফেরত পাঠাবে।

ঘটনার সময় দেশেই ছিলেন না, দাবি আইনজীবীর

খুনের চেষ্টার মামলায় নাম ঢুকিয়ে জেলে পাঠানো হল বাংলাদেশি অভিনেত্রীকে

প্রতিবেদন : ঘটনার সময় তিনি ছিলেন কানাডায়। তবু সংশ্লিষ্ট খুনের চেষ্টার মামলায় নাম ঢুকিয়ে গ্রেফতার করা হল বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে। সোমবার তাঁকে জেলে পাঠিয়েছে আদালত। এমন কাণ্ডের পর বাংলাদেশের শিল্পীসমাজ তো বটেই, হাসিনা-বিরোধী জুলাই আন্দোলনের

হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করাতেই কি তিনি ইউনুস সরকারের চক্ষুশূল?

সমর্থকরাও সরকারি পদক্ষেপের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ঘটনাচক্রে, অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত ‘মুজিব’ চলচ্চিত্রে শেখ হাসিনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রশ্ন উঠছে, এর জেরেই কি তিনি চক্ষুশূল হলেন

ইউনুস প্রশাসনের? কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে এই অভিনেত্রীকে রবিবার থাইল্যান্ড যাওয়ার পথে ঢাকার বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে একটি পুরনো খুনের চেষ্টার মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ, তাতে বর্তমান বাংলাদেশের আইনের শাসন নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখ খুলেছেন ওদেশের একাধিক শিল্পী-পরিচালকও। সোমবার সকাল ১০টার পর নুসরত ফারিয়াকে আদালতে তোলা হয়। তাঁর মাথায় ছিল পুলিশের হেলমেট, পরনে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। মহিলা পুলিশের কড়া পাহারায় কাঠগড়ায় তোলা হয় অভিনেত্রীকে। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’র খবর অনুযায়ী, আদালতকক্ষে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন নায়িকা। পরে এক আইনজীবীর সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখা যায়। বিচারক সারাহ ফারজানা হকের এজলাসে শুনানিতে নায়িকার আইনজীবীর দাবি, খুনের ওই ঘটনার সময় নুসরত দেশেই ছিলেন না। এই মামলার কাগজপত্রের তথ্য অনুসারে, গত বছর ১৯ জুলাই ঢাকার ভাটারা অঞ্চলে গুলিবিদ্ধ হন এনামুল হক নামের ব্যক্তি। গত ৩ মে ওই ব্যক্তি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন। ওই দিনই মামলার বয়ান রেকর্ড করা হয়।

শুনানির শুরুতে নায়িকার আইনজীবী মহম্মদ ইফতেখার হাসান আদালতে বলেন, আমার মক্কেল সুপরিচিত অভিনেত্রী। তাঁর পেশা অভিনয়। তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। যে মামলায় নুসরতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সেই ঘটনা ঘটেছিল ২০২৪ সালে ১৯ জুলাই। কিন্তু তখন তো তিনি দেশেই ছিলেন না! ঘটনার সময় যে তিনি কানাডায় ছিলেন তার সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। নুসরতের আইনজীবী এদিন পাসপোর্ট এবং ভিসার কাগজপত্র আদালতে জমাও দিয়েছেন।

ভারত ধর্মশালা নয়! উদ্বাস্তু ইস্যুতে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : ভারত কোনও ধর্মশালা নয় যে গোটা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের এখানে আশ্রয় দেওয়া যাবে! এক মামলার শুনানি চলাকালীন মৌখিক পর্যবেক্ষণে একথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শ্রীলঙ্কার এক তামিল নাগরিককে আটক করার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা হয়। ওই মামলা খারিজ করার সময় এই পর্যবেক্ষণ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ বলেছে, ভারত কোনও ধর্মশালা নয় যে সব উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেবে।

আইন বিষয়ক এক পোর্টালের রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কার এক নাগরিকের করা মামলায় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেছেন, ভারত কি এখন গোটা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে? আমাদের নিজেদেরই তো ১৪০ কোটি জনসংখ্যা রয়েছে। এটা কোনও ধর্মশালা নয় যে আমরা গোটা বিশ্বের বিদেশি নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা করব। এই মামলার আবেদনকারী শ্রীলঙ্কার তামিল নাগরিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা চলছে।

জো বাইডেনের ক্যানসার

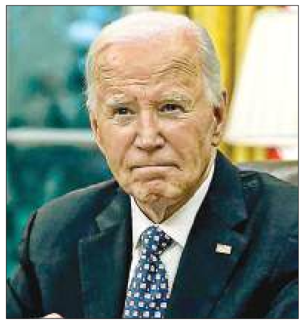

প্রতিবেদন : আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রোস্টেটের ক্যানসারে আক্রান্ত। গত শুক্রবার শারীরিক পরীক্ষার পর তাঁর মূত্রাশয়ে ক্যানসার ধরা পড়ে। তাঁর ক্যানসার এই মুহূর্তে ‘আক্রমণাত্মক’ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। বিবৃতি জারি করে একথা জানিয়েছে বাইডেনের দফতর। শুরু হয়েছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের চিকিৎসা। ঘটনাচক্রে ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, মূত্রাশয়ের বাইরে ক্যানসার ছড়ানোর আগেই রোগ ধরা পড়েছে। বাইডেনের ক্যানসার যে পর্যায়ে ধরা পড়ল, ২০২১ সালে মাত্র আট শতাংশ ক্ষেত্রে তা হয়েছে।

বাইডেনের দফতর বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছিল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের। চিকিৎসকেরা নির্দিষ্ট পরীক্ষা করে প্রস্টেট ক্যানসার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। মূত্রাশয় থেকে ক্যানসার ছড়িয়ে গিয়েছে হাড় পর্যন্ত। বাইডেনের পরিবার চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রোগ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পর্যায়ে রয়েছে।

ছাড়পত্র বাতিলে মামলা করেছে তুর্কি সংস্থা

প্রতিবেদন : ভারতে বিমানবন্দর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং পরিষেবা প্রদানকারী তুরস্ক-ভিত্তিক সংস্থা সেলেবি মামলা করেছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতে তাদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এই তুর্কি সংস্থা। তাদের যুক্তি, অস্পষ্টভাবে জাতীয় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার কোনও কারণ জানানো হয়নি। ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে পাকিস্তানের প্রতি তুরস্কের অবস্থানের কারণে ভারতে ক্রমবর্ধমান জনরোষের মধ্যে ভারত সরকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থের কথা উল্লেখ করে সেলেবির নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করে। দিল্লির আদালতে সেলেবি তাদের দাখিল করা নথিতে বলেছে, তাদের শেয়ারহোল্ডাররা তুরস্কে নিবন্ধিত হলেও গ্রুপের ‘অধিকাংশ চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ’ এমন কোম্পানিগুলির হাতে রয়েছে যাদের তুর্কি অন্তর্ভুক্তি বা উৎপত্তি নেই। সেলেবির যুক্তি, ভারতে কাজ শুরুর আগে তাদের সম্পর্কে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নানা নথি যাচাই করা হয়েছিল। তারপরেও কেন এই পদক্ষেপ?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ মহাকাশে একটি নতুন আলপনা খুঁজে পেয়েছে, যা আসলে একটি নক্ষত্রকে ঘিরে বরফের বলয়। এই বরফের বলয়টি একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী ধুলোময় ধ্বংসাবশেষের ডিস্কে অবস্থিত

ছায়া গায়েব করার প্রাকৃতিক জাদু

ছায়া নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গ দেয়। কিন্তু কিছু বিশেষ দিনে ও স্থানে সেই ছায়াসঙ্গী আমাদের সঙ্গ দিতে পারে না কারণ সে নিজেই উধাও হয়ে যায়! কিন্তু কোন জাদুবলে? এই নিয়ে লিখলেন ভূ-আবহাওয়া ও মহাকাশ বিশেষজ্ঞ **ড. বিশ্বজিৎ রায়**

একদিন হঠাৎ দুপুরে আপনি দেখলেন নিজের কোনও ছায়া নেই! বিস্মিত হয়ে ভাবলেন ভূতুড়ে ব্যাপার না তো? না, মোটেও না। এ-এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনা। নাম 'Zero Shadow Day' বা 'শূন্য ছায়া দিবস'। এই দিনে, দুপুরবেলা সূর্য একদম মাথার ঠিক ওপরে চলে আসে। ফলে, কোনও বস্তু বা মানুষের ছায়া একেবারে পায়ের নিচে পড়ে, দেখা যায় না। ছায়া হয় শূন্য! কিন্তু পৃথিবীর সব স্থানে তা হয় না। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অক্ষাংশের মধ্যেই এমন ঘটনা সীমাবদ্ধ, আর তাতেই বিজ্ঞান ও প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

কী এই 'শূন্য ছায়া দিবস?'

Zero Shadow Day ঘটে তখনই, যখন সূর্য কোনও স্থানের একেবারে ঠিক মাথার উপরে বা শিরোবিন্দুতে (Zenith Position)-এ থাকে। এর মানে সূর্যকিরণ কোনও কোণ তৈরি না করে সোজাসুজি ওপর থেকে পড়ে, ফলে, ছায়া হয় একেবারে পায়ের নিচে তাই চোখে পড়ে না। ছায়া তখন তৈরি হয় না বলেই একে 'শূন্য ছায়া' বলা হয়। এটি ঘটে শুধুমাত্র কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫ উত্তর) ও মকরক্রান্তি রেখার (২৩.৫ দক্ষিণ) মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বছরে দুবার Zero Shadow Day দেখা যায় কিন্তু কর্কটক্রান্তি (২৩.৫ উত্তর) রেখার ওপর সাধারণত ২১ জুন ও মকরক্রান্তি রেখার ওপর ২২ ডিসেম্বর (অর্থাৎ বছরে একবার 'শূন্য ছায়া' দিবস)।

কেন হয়?

পৃথিবীর মেরুদণ্ড ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে ঝুঁকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাই বছরে দুবার করে সূর্য নির্দিষ্ট অক্ষাংশে ঠিক মাথার উপর আসে। এই সময়ে সেখানে ছায়া ঠিক ৯০ কোণে পড়ে, যা তাত্ত্বিকভাবে ক্ষুদ্রতম ছায়া। নিচের দেওয়া চিত্রটি আমরা বোঝার চেষ্টা করব (চিত্রের সাথেই সারণিতে লেখা)।

কিন্তু ঠিক সেই একই দিনে ঐ অক্ষাংশের উত্তর বা দক্ষিণের স্থানগুলিতে ছায়া পড়বে। চিত্রে নীল দাগ বরাবর ছায়া দেখা যাচ্ছে এবং সেই ছায়াকে সাদা রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভূগোল বই থেকে আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষরেখা ৬৬.৫ কোণে হেলানো, অর্থাৎ উল্লব রেখা থেকে ২৩.৫ (৯০-৬৬.৫ = ২৩.৫) এই কারণে সূর্য পৃথিবীর নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে ২৩.৫ ও দক্ষিণে ২৩.৫ পর্যন্ত তার আপাত গতিপথ সীমাবদ্ধ রাখে ফলে তার আরও উত্তরে বা দক্ষিণে কোথাও কখনও শূন্য ছায়া দিবস হয় না। কিন্তু পৃথিবীর মেরুদণ্ড যদি আরও বেশি ঝুঁকে থাকত (ধরুন প্রায় ৩০০) তাহলে দুই গোলার্ধে ৩০০ অক্ষাংশ পর্যন্ত এই রকম শূন্য ছায়া দিবস পাওয়া যেত।

পশ্চিমবঙ্গে শূন্য ছায়া দিবস

পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট অংশ কর্কটক্রান্তির উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থান করছে। কলকাতার অক্ষাংশ প্রায় ২২.৫৭ উত্তর। অর্থাৎ, কলকাতা কর্কটক্রান্তির সামান্য দক্ষিণে। তাই এখানে প্রতিবছর ১৬ মে ও ২৭ জুলাইয়ের আশেপাশে Zero Shadow Day দেখা যায়। এই দিনে দুপুর ১২টায় সূর্য ঠিক মাথার ওপরে থাকে ফলে কোনও বস্তুর ছায়া হয় না। এছাড়া বাঁকুড়া, বর্ধমান, মালদা, আসানসোল, নদিয়া বা মেদিনীপুরেও এই দিনগুলি আলাদা হয়, কারণ সবার অক্ষাংশ আলাদা (অঙ্ক কষে বের করা যায়)। কিন্তু মনে রাখতে হবে ২৩.৫০ উত্তরে যেসব স্থান আছে (যেমন, বহরমপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট বা তারও উত্তরে (মানচিত্রে দেখুন)। তারা কখনও শূন্য ছায়া দিবস পাবে না।

নদিয়ার বেথুয়াডহরি প্রায় ২৩.৫০ উ.-এ অবস্থিত তাই সেখানে তাত্ত্বিকভাবে বছরে মাত্র একবার (মোটামুটি ২১ জুন) শূন্য ছায়া দিবস দেখা যাবে। ('তাত্ত্বিকভাবে', 'মোটামুটি' ইত্যাদি শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে কারণ কর্কটক্রান্তি রেখা একটি কাল্পনিক রেখা কিন্তু কোনও গ্রাম বা শহরের বিস্তৃতি একটি রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এছাড়া প্রতি বছর ২১ জুনই ক্রকটক্রান্তির ওপর সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেবে এমনটাও হয় না। কিছুটা এদিক-ওদিক হতে পারে)

শূন্য ছায়ার গুরুত্ব

শূন্য ছায়া দিবস ছোটদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার এক অসাধারণ সুযোগ। স্কুলে বা বাড়িতে একটি খাড়া দণ্ড বসিয়ে দুপুর ১২টার সময় ছায়া মেপে নানা পরীক্ষা করা যায়।

- বছরের বিভিন্ন সময়ে ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে ঋতুর পরিবর্তন বোঝা যায়।
- প্রাচীন কালে এভাবেই ছায়া মেপে বছরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। (আমার পরবর্তী লেখায় বিশেষ আলোচনা থাকবে)।
- ছায়ার ভিত্তিতে তৈরি করা যায় সূর্যঘড়ি, যা দিয়ে সময় জানা যায়।
- ছায়ার সাহায্যে একটি স্থানের অক্ষাংশ পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়! (পরবর্তী লেখায় বিশেষ আলোচনা থাকবে)।

এটি কোনও বিরল ঘটনা নয়। সাধারণ মানুষ এমনকী কিছু লেখকও নিজেদের প্রবন্ধে একে বিরল ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন অথচ সেই লেখাতেই পরে লিখেছেন এটি বছরে দুবার হয়, নির্দিষ্ট অঞ্চলে ও সময়ে! এটা হয় তাঁদের অজ্ঞানতা অথবা অনিচ্ছাকৃত বিভ্রান্তির শিকার হওয়া। এটি কোনও বিরল ঘটনা নয়— বরং একেবারে নিয়মিত ও সহজবোধ্য একটি ঘটনা যা ক্রান্তীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কেউ কেউ আবার এটিকে অলৌকিক মনে করেন বা ভাবেন 'ছায়া গায়েব' হওয়া মানেই কোনও অশরীরী প্রভাব কাজ করছে! কিছু কুসংস্কারপ্রবণ মহলে এমন কথা ছড়াতেও দেখা যায়— যা একেবারেই ভিত্তিহীন। আসলে এটি শুধুই পৃথিবীর নিজের কক্ষপথ এবং সূর্যের অবস্থানের এক যৌক্তিক ফলাফল। এর পেছনে কোনও জাদু নেই— আছে কেবল প্রকৃতির চমৎকার ছন্দ আর হ্যাঁ— আছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

উপসংহার

সূর্য, পৃথিবীর ঘূর্ণন, অক্ষাংশ, ঋতু— সবকিছুর সমন্বয়ে তৈরি হয় এই মহাক্ষণ। এটি কেবল বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর এবং হাতে কলমে কাজের বাড়তি সুযোগ। একটু আকাশের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি— প্রকৃতির বিস্ময় আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আর Zero Shadow Day তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

মাঠে ময়দানে

20 May, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর নীরজ চোপড়া এখন চাপমুক্ত : গগন নারাং

এশিয়া কাপে ভারতের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা

এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি, দাবি বোর্ডের

মুম্বই, ১৯ মে : এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছে ভারত। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বোর্ড সচিব দেবজিত শাইকিয়া সেটা অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, আমরা এটা নিয়ে কোনও আলোচনা করিনি। এখন আমরা ব্যস্ত আইপিএল ও তারপর ইংল্যান্ড সফর নিয়ে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতে টি ২০ ফর্ম্যাটের এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু এটা তো নয়ই, শ্রীলঙ্কায় আগামী মাসে মেয়েদের এমার্জিং এশিয়া কাপেও ভারত অংশ নেবে না বলে শোনা যাচ্ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও টুর্নামেন্টেই আর খেলার প্রশ্ন নেই বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু শাইকিয়া সেটা অস্বীকার করেছেন।

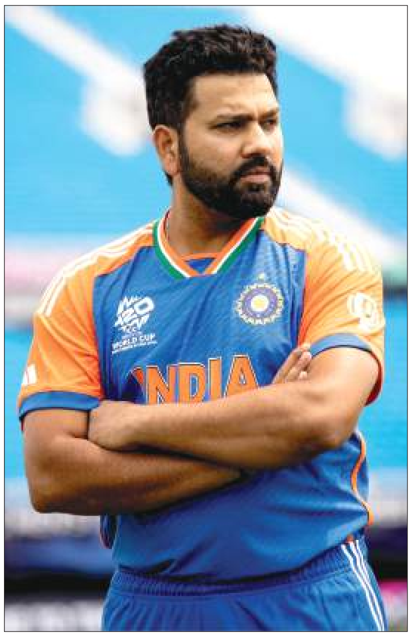

এসিসির চেয়ারম্যান এখন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মহসিন নকভি। যিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও দায়িত্বে। এসিসির পদ ছেড়ে জয় শাহ আইসিসির দায়িত্ব নেওয়ার পর মহসিন এই পদে এসেছেন। বোর্ডের এক কর্তার উদ্ধৃতি তুলে বলা হয়েছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় দল এমন কোনও টুর্নামেন্টে খেলতে পারে না যার সংগঠন কমিটির মাথায় একজন পাকিস্তানি বসে আছেন। দেশের মানুষের আবেগ সবার আগে। বোর্ড মৌখিকভাবে মেয়েদের টুর্নামেন্টেও যে অংশ নিচ্ছি না সেটা জানিয়েছে। পরের ইভেন্টগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত হবে।

কিন্তু এরপরই আসরে নামেন বোর্ড সচিব। তিনি বলেন, এই খবরের কোনও সত্যতা নেই। বিসিসিআই এশিয়া কাপ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। এখন আমাদের লক্ষ্য হল আইপিএলে এবং ইংল্যান্ড সফর। তিনি বলেন, এটা নিয়ে আলোচনার সময় আসেনি। বোর্ড ও এসিসির মধ্যে এশিয়া কাপ নিয়ে কোনও কথা হলে সেটা মিডিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

২০২৩ এশিয়া কাপে ভারত সব ম্যাচ খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিত শর্মারা খেলেছিলেন দুবাইয়ে। এবার পরিস্থিতি এমন যে ভারতীয় দল আর কোনও টুর্নামেন্টেই পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবে না। ভারত না খেললে স্পনসরদের উপর চাপ আসবে বলে মনে করছেন অনেকে। এতে তাদের অনেক ক্ষতি হতে পারে। সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা, তবু এরকমই প্রভাব পড়ছে ভারত-ইংল্যান্ড আসন্ন সিরিজেও। রোহিত ও বিরাট খেলবেন না বলে টিভি ভিউয়ারশিপ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মানসিক প্রস্তুতি কাজ করেছে

ইতালীয় ওপেন জিতে আলকারেজ

রোম, ১৯ মে : রটারডাম ওপেন ও মন্টে কার্লো মাস্টার্সের পর এবার ইতালীয় ওপেন। চলতি মরশুমে তিন-তিনটে এটিপি খেতাব জিতেছেন কার্লোস আলকারেজ। বিশেষ করে, সদ্যসমাপ্ত ইতালীয় ওপেনের ফাইনালে যে দাপট দেখিয়ে বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনারকে ৭-৬ (৫), ৬-১ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন, তা ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে স্প্যানিশ তারকাকে। আলকারেজ বলছেন, ‘‘প্রথমবার রোমে ট্রফি জিততে পেরে দারুণ খুশি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি নিজেকে নিয়ে গর্বিত। টুর্নামেন্টের আগে চোট সমস্যা ভোগাচ্ছিল। তবে নিজেকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলার জন্য যে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, সেটা কাজে লেগেছে। ফাইনালেও খুব ভাল খেলেছি। প্রথম থেকে শেষ পয়েন্ট পয়েন্ট পর্যন্ত নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছি। তবে এটাই শেষ নয়।’’

এদিকে, ডোপিং কেলেঙ্কারিতে তিন মাস নির্বাসিত সিনার শাস্তির মেয়াদ কাটিয়ে ইতালীয় ওপেন দিয়েই কোর্টে ফিরেছিলেন। টানা ২৬ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর এবার অবশ্য ফাইনালে হেরে গেলেন। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করে আলকারেজ বলেছেন, ‘‘সিনারও খুব ভাল খেলেছে। আমি তো প্রংশসাই করব। তিন মাস টেনিসের বাইরে কাটানোর পর ফিরে আসা মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু সিনার ফেরার পর প্রথম টুর্নামেন্টেই ফাইনালে উঠেছে। আবার পুরনো ফর্মে ফিরে এসেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ওকে বরাবরই শ্রদ্ধা করি।’’

নিয়মরক্ষার ম্যাচে ধোনি বনাম সঞ্জু

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : চলতি আইপিএলের প্লে-অফে ইতিমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং পাঞ্জাব কিংস। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই করছে তিনটে দল— মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার আইপিএলের ২২ গজে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালস। দুটো দল অনেক আগেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। ফলে এই ম্যাচটা তাদের কাছে নিছকই সম্মানরক্ষার লড়াই।

১২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে রয়েছে চেন্নাই। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৬ পয়েন্ট পেলেও, নেট রানরেটে এগিয়ে থেকে নবম স্থানে রয়েছে রাজস্থান। সঞ্জু স্যামসনরা আবার রবিবার পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরেছেন। তাঁদের কাছে একমাত্র মোটিভেশন, শেষ ম্যাচটা জিতে ইতিবাচক ভাবে এবারের টুর্নামেন্ট শেষ করা।

অন্যদিকে, চেন্নাই শিবির আবার এখন থেকেই পরের মরশুমের জন্য পরিকল্পনা শুরু করে ফেলেছে। মহেন্দ্র সিং ধোনি যেমন এক সাক্ষাৎকারে বলেই দিয়েছেন, ‘‘আমাদের লক্ষ্য পরের আইপিএলে সঠিক ভাবে দল গঠন করা। যাতে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকা যায়। এখন থেকেই সেই চেষ্টা শুরু করতে হবে।’’ পাশাপাশি পরের আইপিএলে ধোনির খেলা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। যদিও চেন্নাই টিম ম্যানেজমেন্ট আরও অন্তত একটা বছর ধোনিকে খেলাতে মরিয়া। সূত্রের খবর, ধোনি নিজেও অবসরের আগে চেন্নাই দলকে পুরোপুরি গুছিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে চান। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের ম্যাচে চেন্নাই দলে বেশ কিছু বদল দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মালয়েশিয়া ওপেন দিয়ে ফিরছেন সিন্ধু

কুয়ালালামপুর, ১৯ মে : দু’সপ্তাহের বিরতির পর ফের কোর্টে ফিরতে চলেছেন পিভি সিন্ধু ও এইচ এস প্রণয়। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে মালয়েশিয়া মাস্টার্স সুপার ৫০০। আর এই টুর্নামেন্ট দিয়েই কোর্টে ফিরছেন দুই ভারতীয় তারকা শাটলার।

সিন্ধু ও প্রণয় ফর্ম এবং ফিটনেস সমস্যায় ভুগছেন। গত মাসে সুদিরমান কাপে দু’জনেই ইন্দোনেশিয়া ও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে নিজেদের ম্যাচ হেরেছিলেন। গত সপ্তাহে আয়োজিত থাইল্যান্ড ওপেনে চোটের জন্য দু’জনের কেউই খেলেননি। জোড়া অলিম্পিক পদকের মালিক তথা বর্তমানে মেয়েদের ১৬ নম্বর সিন্ধু মালয়েশিয়া মাস্টার্সের প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন জাপানের নাটসুকি নিদাইরার। যাঁর র‍্যাংকিং ২০।

তবে বিশ্বের ৩৫ নম্বর প্রণয় শুরুতেই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। প্রথম রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই জাপানি শাটলার কেন্টা নিশিমোতো। মেয়েদের সিঙ্গলসে সিন্ধু ছাড়াও অংশ নিচ্ছেন মালবিকা বনসুদ, উন্নতি হুডা ও আকর্ষী কাশ্যপ। অন্যদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেনের অনুপস্থিতিতে প্রণয় ছাড়া ভারতীয় শাটলার সতীশ করুণাকরন, প্রিয়াংশু রাজাবত এবং আয়ুষ শেট্টি অংশগ্রহণ করছেন।

এছাড়া ছেলেদের সিঙ্গলসের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করবেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত, এস শঙ্কর মুখুস্বামী, তরুণ মান্নেপল্লিরা। এই পর্ব টপকে তাঁরা মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বাবা-মা

অপারেশন সিঁদুরের সময় আতঙ্কে ছিলেন মঈন

লন্ডন, ১৯ মে : পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পর পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনারা। আর সেদিন বাবা ও মা-কে নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত ছিলেন কেকেআরের বিদেশি তারকা মঈন আলি। কারণ তাঁর বাবা ও মা সেই সময় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিলেন মঈন। আইপিএল ফের শুরু হলেও, আর ভারতে ফেরেননি তিনি। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডের নাগরিক মঈনের জন্ম পাকিস্তানে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘‘অপারেশন সিঁদুর যখন শুরু হয়, তখন আমার বাবা ও মা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। যেখানে মিসাইল হানা হয়, সেখান থেকে খুব বেশি হলে এক ঘণ্টার দূরত্ব ছিল সেটা। সেই রাতেই ওঁরা আমাকে ফোন করেন। আতঙ্কে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। শুধু প্রার্থনা করছিলাম, ওঁরা যেন সুস্থ থাকেন। পরের দিন সকালেই ওঁরা বিমান ধরে ইংল্যান্ড ফিরে যান। তখন আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম।’’

মঈনের সঙ্গে ভারতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও। মঈন বলছেন, ‘‘হঠাৎ করেই পরিস্থিতি এমন বদলে যাবে ভাবতেই পারিনি। পরিবার সঙ্গে ছিল। তাই ভয় হচ্ছিল। বাড়ির সবাইও খুব চিন্তায় ছিল। যে রাতে আইপিএল বন্ধ হল, সেদিনই ঠিক করে ফেলি ইংল্যান্ড ফিরে যাব। কারণ আমার কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সুরক্ষা।’’ ওই কঠিন পরিস্থিতিতে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট দারুণভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন বলে কৃতজ্ঞ মঈন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘টিম ম্যানেজমেন্ট সব সময় সাহায্য করেছিল। ইংল্যান্ড ফিরতে আমাকে সাহায্য করেছিল। আমাদের সবার খেয়াল রেখেছিল খুব ভালভাবে। এমনকী, আমার আইপিএলে না ফেরার সিদ্ধান্তকেও সম্মান করেছে।’’

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিএবি-র অনূর্ধ্ব ১৫ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। মেনল্যান্ড সম্বরণ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে সোমবার তারা হরিয়েছে ৭ উইকেটে

রিয়ালের জয়ের দিনে অবাক হার বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১৯ মে : গত বৃহস্পতিবার এসপ্যানিলওকে হারাতেই দু'ম্যাচ হাতে রেখে লা লিগা খেতাব ঘরে তুলেছিল বার্সেলোনার। সেই উৎসবের রেশ পুরোপুরি কাটার আগেই ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের কাছে ২-৩ গোলে হেরে গেলেন লামিনে ইয়ামালরা। অন্যদিকে, লা লিগার অন্য একটি ম্যাচে সেভিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে খেতাব দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ।

লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ৪ মিনিটেই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ভিয়ারিয়াল। গোলদাতা আয়োজ পেরেজ। যদিও ৩৮ মিনিটে দুরন্ত গোল করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে এনেছিলেন ইয়ামাল। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ফেরমিন লোপেজের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে মাঠ ছেড়েছিল বার্সা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাজিকের মতোই পরিস্থিতি বদলে যায়। ৫০ মিনিটে ২-২ করে দেন ভিয়ারিয়ালের স্যান্তি কোমেসানা। এরপর ৮০ মিনিটে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা টাজন বুচাননের গোলে জয় নিশ্চিত করে ফেলে ভিয়ারিয়াল। বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও আর গোল শোধ করতে পারেননি ইয়ামালরা। ৩৭ ম্যাচে ৮৫ পয়েন্ট পাওয়া বার্সেলোনা নিজেদের শেষ ম্যাচে হেরে গেলেও, দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে।

এদিকে, রিয়ালের বিরুদ্ধে খেলা শুরুর ১২ মিনিটের মধ্যেই দশজনে হয়ে গিয়েছিল সেভিয়া। লাল কার্ড দেখেন ডিফেন্ডার লোইক বাদে। সেভিয়ার চাপ আরও বাড়ে ৪৮ মিনিটে আইজ্যাক রোমেরো লাল কার্ড দেখলে। ফলে বাকি সময় ৯ জনে খেলতে হয়েছে সেভিয়াকে। তবে প্রতিপক্ষকে এমন অবস্থায় পেয়েও প্রথম গোলের জন্য ৭৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে রিয়ালকে। অবশেষে কিলিয়ান এমবাপের গোলে স্বস্তি ফেরে। ৮৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুড বেলিংহ্যাম। ৩৭ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেই রইল রিয়াল।

ব্যর্থ ইয়ামাল। তাতেই হার বার্সেলোনার।

ইডেনের ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে আজ বৈঠকে

প্রতিবেদন : আইপিএল ফাইনাল নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। যা পরিস্থিতি তাতে ব্যাপারটা এখন ৫০-৫০। মঙ্গলবার অবশ্য আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। তাতে প্লে অফ ও ফাইনালের ভেনু ঠিক হয়ে যাবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

এর আগে লিগের বাকি ম্যাচ কোথায় হবে তার ভেনু ঘোষণা করেছিল বোর্ড। তাতে কলকাতা ছিল না। কেকেআরের অবশ্য দুটি খেলা বাকি ছিল। যার একটা ইতিমধ্যেই হয়েছে। বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে অজিঙ্ক রাহানের দল। ২৫ মে হায়দরাবাদে নিয়মরক্ষার খেলা রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে। এই ম্যাচের ফল নিয়ে দুটো দলের কারও কিছু যায়-আসে না। দুটো দলই টুর্নামেন্টের বাইরে চলে গিয়েছে। এর আগে বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল লিগের খেলা শেষ হলে প্লে অফ ও ফাইনালের ভেনু ঘোষণা হবে। তাই মঙ্গলবারের বৈঠকের পর ইডেন ফাইনাল পেল কিনা জানা যাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। এখানে ফাইনাল ছাড়াও কোয়ালিফায়ার ২-এর ম্যাচ ছিল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল হিসাবে এটা কেকেআরের হোম গ্রাউন্ডের প্রাপ্য। কিন্তু বর্ষা এসে যাবে বলে ইডেন থেকে ফাইনাল সরানোর খবর হাওয়ায় ভাসছে অনেকদিন ধরে। বোর্ডের তরফে এখন আবহাওয়ার গতিবিধির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। ফাইনাল (৩ জুন) ও তার আশপাশের সময়ে কোথায় বৃষ্টি হবে আর কোথায় শুকনো যাবে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

সিএবি ফাইনাল চেয়ে চিঠি দিয়েছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও ফাইনাল নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। বিভিন্ন মহলে কথা চলছে। যাতে ইডেন প্রাপ্য ফাইনাল পায়। তবে কেকেআর ছিটকে যাওয়ায় সিএবির জন্য ব্যাপারটা চাপের হয়েছে। নাইটরা না খেললে মাঠ ভরবে কিনা সেই প্রশ্ন রয়েছে। ফাইনাল একান্তই না পেলে ইডেনের কপালে একটি কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর জুটতে পারে বলে খবর।

ফের হার, চাপে মেসিরা

ফ্লোরিডা, ১৯ মে : খারাপ সময় যেন কাটতেই চাইছে না ইন্টার মায়ামির! এবার ফ্লোরিডা ডার্বিতে অরল্যান্ডো সিটির কাছে ০-৩ গোলে বিধ্বস্ত হলেন লিওনেল মেসিরা। ফলে মেজর লিগ সকারে শেষ সাতটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই হারল ইন্টার মায়ামি। আরও একবার হতাশ করলেন মেসিও। গোটা ম্যাচে তাঁর প্রাপ্তি বলতে ৭৫ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখা! ছুটি কাটিয়ে দলে ফিরে ব্যর্থ আরেক তারকা লুইস সুয়ারেজও। ম্যাচের পর বিধ্বস্ত মেসি সতীর্থদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''কঠিন পরিস্থিতিতেই বোঝা যায় একটা দল কতটা শক্তিশালী। যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়, তখন সবকিছুই মনে হয় সহজ। এই কঠিন সময়ে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একজোট হয়ে লড়াই করে দলকে টেনে তুলতে হবে।'' ৪৩ মিনিটে লুইস মুরিয়েলের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো। এরপর ৫৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্কো পাসালিক। খেলার সংযুক্ত সময়ে ৩-০ করেন দাগুর দন থরহালসন। এই হারের ফলে মার্কিন লিগের ইস্টার্ন কনফারেন্স পর্বের ছয় নম্বরে নেমে গিয়েছেন মেসিরা।

জোড়া গোল, বাবার মতোই রোনাল্ডোপুত্র

জিতল পর্তুগাল

বাবার মতোই সি-ই-উ গোলের পর

জাগ্রেব, ১৯ মে : পর্তুগালের অনূর্ধ্ব ১৫ জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল আগেই। এবার দেশের হয়ে গোল করাও শুরু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের। ক্রোয়েশিয়ায় আয়োজিত ভ্লাতকো মারকোভিচ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার অনূর্ধ্ব ১৫ দলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পর্তুগাল। আর ফাইনালে শুরু থেকে খেলে একটা নয়, দু-দুটো গোল করল ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। শুধু তাই নয়, গোলের পর অবিকল বাবার মতোই সিউ সেলিব্রেশন করতে দেখা গেল রোনাল্ডোপুত্রকে।

ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের প্রথম গোলটি এসেছে ১৩ মিনিটে। বক্সের ঠিক বাইরে বল পেয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে বিপক্ষ গোলকিপারকে পরাস্ত করে রোনাল্ডোপুত্র। তারপর সতীর্থদের সঙ্গে মাঠের ধারে দৌড়ে গিয়েই বাবার মতো সিউ সেলিব্রেশন। দ্বিতীয় গোল ৪৩ মিনিটে বিপক্ষ বক্সে ক্রস ভেসে আসতেই ওঁৎ পেতে থাকা ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের হেডে বল জালে জড়িয়ে যায়। এর পরেই ফের সিউ সেলিব্রেশন। পর্তুগাল যুব দলের তৃতীয় গোলটি করেছে রাফা কাব্রাল।

১৪ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের ফুটবলের হাতেখড়ি রিয়াল মাদ্রিদ অ্যাকাডেমিতে। পরে সেখান থেকে জুভেন্তাস ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাকাডেমি হয়ে আপাতত আল নাসেরের যুব দলের সদস্য। সেখানে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের সুবাদে ডাক পেয়েছিল পর্তুগালের অনূর্ধ্ব ১৫ দলে।

৮০২ ক্রিকেটার

প্রতিবেদন : বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগে ৮০২ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে ড্রাফট হয়েছে সোমবার। আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি এই ক্রিকেটারদের নিয়েছে। সিএবির কর্তারা ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামী। এটা সিএবি পরিচালিত পুরুষদের দ্বিতীয় বর্ষের প্রো টি-২০ লিগ। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আশা করি প্রথমবারের থেকেও বেশি উত্তেজক খেলা হবে এবার।

পাক আর্জি

লাহোর : ওয়াঘার দুই প্রান্তে সংঘাতের আবহেই এশিয়া কাপ হকি খেলার জন্য ভারতে আসতে চায় পাকিস্তান। এই মর্মে এশিয়ান হকি ফেডারেশনের কাছে ভারতের ভিসার আর্জি জানিয়েছে পাক হকি ফেডারেশন। চলতি বছরে এশিয়া কাপ হকির আয়োজক ভারত। আগামী ২৭ আগস্ট থেকে বিহারের রাজগিরে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। এদিকে, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পর পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছে ভারত। একের পর এক পাক নাগরিকদের ভিসাও বাতিল করা হয়েছে।

■ বেলেঘাটা মোহনবাগান মেম্বার ও সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে অভিনন্দন জানিয়ে সচিব মানস ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। ক্লাবের হয়ে স্মারক উপহার গ্রহণ করেন তিনি।

মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়াম

অদিতি সাহা ও রিনিকা দাস ■ মন্দারমণি

১৯ মে : মন্দারমণিতে ক্রীড়াপ্রেমিকদের জন্য চমক নিয়ে এল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। আমার ট্রি গ্রুপের সহযোগিতায় সোমবার আমার ট্রি রিসোর্টে উদ্বোধন হল স্পোর্টস মিউজিয়ামের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী সিকদার। ছিলেন প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক, সৌভিক চক্রবর্তী, আমার ট্রি গ্রুপের কর্ণধার প্রবীর রায়চৌধুরী-সহ অনেকেই। মিউজিয়ামে আছে আন্দ্রে রাসেলের ব্যাবহৃত হেলমেট, প্রাক্তন অলরাউন্ডার ল্যান্স ক্লুজনারের স্বাক্ষরিত জার্সি, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের ভারতীয় দলের জার্সি, কাতার বিশ্বকাপে গোল্ডেন গ্লাভসজয়ী আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের স্বাক্ষরিত টি-শার্ট, ফুটবলসম্রাট পেলের স্বাক্ষরিত ছবি ও অলিম্পিক হকিতে সোনাজয়ী গুরবক্স সিংয়ের ব্যবহৃত হকি স্টিক।

মাঠে ময়দানে
20 May, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির মধ্যে ভুল করে কেকেআরের বাসে উঠে পড়েছিলেন আরসিবির ফিজিও জেমস পাইপ। এজন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হল

মাঠে ফিরতে অ্যালকোহল ছেড়েছি, দাবি স্টোকসের

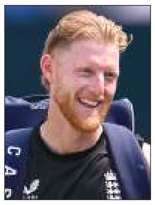

লন্ডন, ১৯ মে : লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটিয়ে বৃহস্পতিবার ক্রিকেটে ফিরছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। ট্রেন্ট ব্রিজে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। জুনে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ রয়েছে। তারপর অ্যাসেজ। স্টোকস রীতিমতো তৈরি হয়েই মাঠে ফিরছেন। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের অস্ত্রোপচারের পর যখন স্টোকসের রিহ্যাব চলছিল, তখন তিনি অ্যালকোহল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নতুন বছরের শুরুতেই স্টোকস এই সিদ্ধান্ত নেন মাঠে ফেরার তাগিদে। রিহ্যাব সেরে মাঠে ফেরার রাস্তায় যাতে পানীয় অন্তরায় হয়ে না দাঁড়াতে পারে তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দীর্ঘকায় অলরাউন্ডার। একটি পডকাস্ট-এ তিনি বলেছেন, আমার প্রথম বড় চোটের পর সেই ধাক্কাটা মনে আছে। আমি তখন ভাবছিলাম, কীভাবে এটা হল। চার-পাঁচ রাত আগে একটু বেশি পানীয় নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাতেই কি এমন হয়েছে? তখন আমি ভাবলাম, যা হয়েছে হয়েছে। এখন আমাকে অন্যভাবে চলতে হবে। তখনই অ্যালকোহলে দাড়ি টেনে দিই।

৩৩ বছরের স্টোকসের হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্ত্রোপচার হয়েছে গত ডিসেম্বরে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে খেলার সময় তিনি এই চোট পেয়েছিলেন। তার আগে প্রাথমিক চোট পেয়েচিলেন দ্য হান্ড্রেডে খেলার সময়। এই ধাক্কায় স্টোকসকে অনেকদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। স্টোকস এখন দাবি করছেন, এখন তিনি অনেক ফিট। সম্ভবত এত ফিট অতীতে কখনও ছিলেন না। ভারতের বিরুদ্ধে তিনি চতুর্থ সিমার হিসাবে বল করতেও প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন।

তাহলে কি স্টোকস পুরোপুরি অ্যালকোহল ছেড়ে দিলেন। না, সেটা তিনি বলেননি। তাঁর কথায়, মনে হয় না সেটা হবে। তবে আমি ২ জানুয়ারি থেকে আর পানীয় নিইনি। নিজেকে বলেছিলাম, যতক্ষণ না আমার রিহ্যাব শেষ হবে ও আমি মাঠে নামতে পারব, ততক্ষণ এটা হাতে তুলব না। একটি জিরো অ্যালকোহল স্পিরিট কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়াও বেঁধেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

প্লে-অফের স্বপ্ন শেষ পন্থদের

লখনউ সুপার জায়ান্টস ২০৫/৭ (২০ ওভার)
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২০৬/৪ (১৮.২ ওভার)

লখনউ, ১৯ মে : প্লে-অফের দৌড় থেকে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ছিটকে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সোমবার হায়দরাবাদের কাছে ৬ উইকেটে হারের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ চারে থাকার স্বপ্ন শেষ ঋষভ পন্থদের। ফলে প্লে-অফের দৌড় এখন সীমাবদ্ধ রইল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। এদিনের হারের পর লখনউয়ে পয়েন্ট আটকে রইল দশে। শেষ দুটো ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ১৪ পয়েন্টে পৌঁছবেন পন্থরা। যা প্রথম চারে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়।

প্লে-অফের স্বপ্ন জিইয়ে রাখার জন্য ম্যাচটা জিততেই হত লখনউকে। অন্যদিকে, অনেক আগেই প্রথম চারের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া হায়দরাবাদের কাছে এই ম্যাচটা ছিল সম্মানরক্ষার লড়াই। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, শুরুটা ঝড়ের গতিতে করেছিলেন লখনউয়ের দুই ওপেনার মিচেল মার্শ ও এইডেন মার্করাম। হায়দরাবাদের বোলারদের উপর রীতিমতো ছড়ি ঘোরাচ্ছিলেন দু'জনে। বেশি আগ্রাসী ছিলেন মার্শ। মাত্র ৩০ বলে ব্যক্তিগত পঞ্চাশ পূর্ণ করেন তিনি। মাত্র ৯ ওভারেই স্কোরবোর্ডে একশো রান উঠে গিয়েছিল।

এই জুটি ভাঙেন হর্ষ দুবে। ৩৯ বলে ৬৫ রান করে হর্ষের শিকার হন মার্শ। এই ম্যাচেও ব্যাট হাতে হতাশ করলেন ঋষভ পন্থ। মাত্র ৭ রান করে তিনি প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এবারের আইপিএল সত্যিই দুঃস্বপ্নের মতোই কাটছে মেগা নিলামে ২৭ কোটি দর পাওয়া পন্থের। ততক্ষণে অবশ্য ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছিলেন মার্করাম। পন্থ আউট হওয়ার পর ক্রিজে এসে চালিয়ে খেলেছেন নিকোলাস পুরানও। যদিও ৩৮ বলে ৬১ করে হর্ষল প্যাটেলের ইয়র্কারে ক্লিন বোল্ড হন মার্করাম। আয়ুষ বাদোনিও (৩) বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। অন্যপ্রান্তে ঘনঘন উইকেট পড়লেও, মেজাজে ব্যাট করে গিয়েছেন পুরান। শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৪৫ রান করে তিনি শেষ ওভারে রান আউট হন। ততক্ষণে অবশ্য স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো রান তুলে ফেলেছিল লখনউ।

রান তাড়া করতে নেমে, ব্যাটে ঝড় তোলেন হায়দরাবাদের ওপেনার অভিষেক শর্মা। সঙ্গী অথর্ব তাইডে (১৩) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরলেও, অভিষেক মাত্র ২০ বলে ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দেন। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন ঈশান কিশান। ঈশানের অবদান ২৮ বলে ৩৫। দু'জনের পার্টনারশিপে মাত্র ৩৫ বলে ৮২ রান উঠেছিল। যা দলের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। আর সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বাকি কাজ সারেন হেনরিখ ক্লাসেন ও কামিন্দু মেন্ডিস। ২৮ বলে ৪৭ করে ক্লাসেন যখন আউট হলেন, তখন জয় থেকে মাত্র ১১ রান দূরে হায়দরাবাদ। হাতে রয়েছে ১৫ বল। মেন্ডিস আবার ২১ বলে ৩২ রান করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে মাঠ ছাড়েন। যদিও তাতেও ১০ বল হাতে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় হায়দরাবাদ।

আউট হয়ে ফিরছেন পন্থ। সোমবার লখনউয়ে।

শুরুতে চাপে ছিলাম, এখন অভ্যস্ত : শুভমন

ব্যাটিং আর ক্যাপ্টেন্সি আলাদা রাখতে চাই

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : তিনি মেনে নিচ্ছেন নেতৃত্বভার তাঁর হাতে এসে পড়ার পর শুরুতে একটু চাপে ছিলেন। কিন্তু চলতি মরশুমে এসে এই দায়িত্বের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিতে পেরেছেন। আসলে গত বছরের শেষ দিকেই ব্যাপারটার সঙ্গে সড়গড় হয়ে উঠেছিলাম। বললেন শুভমন গিল। এখন তিনি জানেন কীভাবে চাপ সামলাতে হয়। তাঁর দলও দিব্যি খেলছে আইপিএলে।

ইংল্যান্ড সফরে তাঁর হাতে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার তুলে দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে সাদা বলে দেশের নেতৃত্ব দিলেও লাল বলের দায়িত্ব পেলে সেটা হবে শুভমনের জন্য প্রথমবার। তবে আইপিএলে শুভমন এবার যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গুজরাট টাইটান্সকে প্রথম দল হিসাবে প্লে অফে তুলে এনেছেন, তাতে অধিনায়ক হিসাবে তাঁকে এখন অনেক পরিণত মনে হচ্ছে। শুভমন বলেছেন, গতবার নেতৃত্ব বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল। পরের দিকে বুঝতে পেরেছিলাম কীভাবে একে ম্যানেজ করতে হবে। আমাদের ফিল্ডিং ভাল হচ্ছিল না। ব্রেকে আমরা সেটার উপর জোর দিয়েছিলাম।

ইংল্যান্ডে শুভমন শেষপর্যন্ত নেতৃত্ব দেবেন কি না সেটা সময় বলবে। তবে আইপিএলের এই দায়িত্ব নিয়ে পাঞ্জাব ব্যাটারের মনে হয়েছে নেতৃত্ব আর ব্যাটিং, দুটোকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। তাঁর কথায়, সাই সুদর্শন ভাল খেলছিল। আমার তাই বেশি কিছু বলার ছিল না। আমরা শুধু কী করতে হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। রবিবার দিল্লিকে তাদের ঘরের মাঠে সাড়ে পাঁচ ওভার বাকি রেখে দশ উইকেটে হারিয়েছে গুজরাট। শুভমন বলছিলেন, মাঝের ব্রেক তাঁর অনেক উপকার করেছে। না হলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এই ব্রেক আমার অনেক উপকার করেছে। না হলে অসুস্থ হয়ে পড়তাম। বলেন শুভমন।

দিল্লি ম্যাচে সাই সুদর্শন সেঞ্চুরি করেছেন। শুভমন ৯৩ নট আউট থেকে যান। গুজরাট অধিনায়ক সাইকে সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে দিয়েও নিজে সেই চেষ্টায় যাননি। এই পরিণত শুভমনকে প্রাক্তনদের অনেকে দেশের অধিনায়ক হিসাবে দেখতে চান। ২৫ বছরের ক্রিকেটারের সঙ্গে লাঞ্চে লম্বা সময় কাটিয়ে কোচ গম্ভীরও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর আস্থা তরুণের উপরেই।

ইংল্যান্ডে বিরাটই পারত নেতৃত্ব দিতে

আক্ষেপ শাস্ত্রীর

মুম্বই, ১৯ মে : টেস্ট অবসরের কথা ঘোষণার এক সপ্তাহ আগেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু বিরাটের বিদায় মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেড কোচ উল্টে সাফ জানাচ্ছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে বিরাটকেই অধিনায়ক করলে ভাল হত।

এক সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, ''বিরাট আরও অন্তত দুটো বছর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারত। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই গ্রীষ্মে ওকে ইংল্যান্ড সফরে দেখার জন্য আমি মুখিয়ে ছিলাম। খুব ভাল হত, যদি ওকেই এই টেস্ট সিরিজের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হত। তবে কখন ছাড়বে, সেটা ঠিক করবে তো বিরাট নিজেই।'' একই সঙ্গে শাস্ত্রীর ধারণা, মানসিক ক্লান্তির কারণেই লাল বলের ফরম্যাট থেকে সরে গেলেন বিরাট।

তিনি বলছেন, ''মানসিক ক্লান্তির কারণেই সম্ভবত বিরাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ ভারতীয় দলের বাকি যে কোনও ক্রিকেটারের থেকে ও শারীরিকভাবে ফিট। তাছাড়া বিরাট নিজের শরীরকে ভালই চেনে। তাই হয়তো এই সিদ্ধান্ত। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছি না। নইলে ভারতীয় ক্রিকেটের এই কঠিন সময়ে বিরাট অবসর নিত না।'' টেস্ট এবং টি-২০ ফরম্যাট থেকে অবসর নিলেও, ভারতের হয়ে একদিনের ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাবেন বিরাট। শাস্ত্রীর বক্তব্য, ''এখনও ওয়ান ডে ক্রিকেটে দেশের সেবা করার সুযোগ বিরাট পাবে। তবে ক্রিকেট পুরোপুরি ছাড়াও পর ও ২২ গজ থেকে দূরে সরে যাবে। কোচিং করানো বা ধারাভাষ্য দেওয়ার ছেলে বিরাট নয়। ইংল্যান্ড সিরিজে ওকে সত্যিই খুব মিস করব।